बालभारती
हीरक महोत्सव

বাংলা

বালভারতী

দ্বিতীয় শ্রেণী

টেলি-মানস হেল্পলাইন

Tele MANAS (Tele Mental Health Assistance and Networking Across States)

(১৪৪১৬ / ১৮০০-৮৯-১৪৪১৬)

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে টেলি-মানস, এই কেন্দ্র সরকার সমর্থিত একটি প্রকল্প, যা মহারাষ্ট্র রাজ্য অক্টোবর ২০২২ থেকে কার্যকর হয়েছে। টেলি-মানস কর্মসূচির মাধ্যমে হেল্পলাইন নম্বর ১৪৪১৬ এ ফোন করে ২৪×৭ বিনামূল্য এবং সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য পরিসেবা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন মানসিক সমস্যার জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। টেলি-মানস হেল্পলাইনে ফোন করার পর যে তথ্য দেওয়া হয় তা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। তাই শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে তাদের সমস্যা এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে জানাতে পারে এবং নিজের সমস্যার জন্য সাহায্য চাইতে পারে। অন্যদেরও সাহায্য নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে।

মনোদর্পণ

মনোদর্পণ (৮৪৪৮৪৪০৬৩২) এর মাধ্যমে দূরভাষ পরিসেবা জুলাই ২০২০ থেকে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCERT) এর মনোদর্পণ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মানসিক দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা হয়। এই পরিসেবা প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত, সপ্তাহের সব দিন উপলব্ধ। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ পাওয়ার জন্য এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করতে পারে।

প্রস্তুত পাঠ্যপুস্তকটি রাজ্য শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, মহারাষ্ট্র, পুণে কর্তৃক পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তাদের দ্বারাই পাঠ্যপুস্তকটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। শাসন নির্ণয় ক্রমাঙ্ক : অভ্যাস - 2116/(প্র.ক্র.43/16) এসডী-4 তারিখ-25.04.2016 অনুযায়ী স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ 01.04.2026 -এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল,
পুণে-411004

চৌখাটে দেওয়া Q.R. Code টি স্মার্টফোন দ্বারা স্ক্যান করলে তোমার কাছে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া উপাদানগুলির সাথে সম্পর্কিত দৃশ্য ও শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষণ সামগ্রীও উপলব্ধ হবে।

First Edition : 2026

© মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে-411004

এই পুস্তকের সর্ব অধিকার মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের অধীনে সুরক্ষিত আছে। এই পাঠ্যপুস্তকের কোনো ভাগ সঞ্চালক, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের লিখিত অনুমতি ছাড়া উদ্ধৃতি করা যাবে না।

বাংলা ভাষা সংযোজক

ডা. অলকা পোতদার

বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা (বি.কা.)

শ্রী কৃষ্ণপদ গোপাল বিশ্বাস

সহায়ক বিশেষাধিকারী বাংলা (বি.কা.)

পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল, পুণে

বাংলা ভাষা সমিতি

শ্রী অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বম্বর শিকদার, অধ্যক্ষ
শ্রী তপন পঞ্চানন সরকার, সদস্য
শ্রী শঙ্কর অমূল্য মণ্ডল, সদস্য
শ্রী মহিতোষ কালাচাঁদ মণ্ডল, সদস্য
শ্রী শ্যামল সৌরভ বিশ্বাস, সদস্য
শ্রী নারায়ণ দেবেন্দ্র মল্লিক, সদস্য
শ্রী সুজয় জগদীশ বাছাড়, সদস্য
শ্রী জনক গোপাল সরকার, সদস্য
শ্রীমতী শিখারাণী শ্রীনিবাস বারই, সদস্য
শ্রী নিথিন বিনয়ভূষণ হালদার, সদস্য
শ্রী তাপসরঞ্জন অসিত দাস, সদস্য
শ্রী পরিমল কৃষ্ণকান্ত মণ্ডল, সদস্য
শ্রী নিত্যানন্দ রঞ্জন বালা, সদস্য
শ্রী অজয় কার্তিক সরকার, সদস্য
শ্রীমতী সুনিতা বিধান বৈদ্য, সদস্য
ডা. বালমণি নন্দালা, অভ্যাসক্রম সমন্বয়ক
ডা. অলকা পোতদার, সদস্য-সচিব

গুণবত্তা সমীক্ষক

শ্রী সোমনাথ মহাপাত্র (গুণবত্তা পরীক্ষক)
এডভো. অরুন্ধতী মুখর্জী (আইন বিশেষজ্ঞ)
প্রোফ. অন্তরা চৌধরী (CWSN বিশেষজ্ঞ)

মুখপৃষ্ঠ : শ্রী ভটু বাগলে
চিত্রাঙ্কন : শ্রীমতী শিল্পা দীক্ষিত
শ্রী লক্ষ্মীকান্ত বিজয় কালে
অক্ষরাঙ্কন- ডিজাইনিঙ্গ : **সমর্থ গ্রাফিক্স্**
522, নারায়ণ পেঠ, পুণে
নির্মিতী : **শ্রীমতী মিতালী ম. শিতপ**
প্র. মুখ্য নির্মিতি অধিকারী
শ্রী রাজেন্দ্র পাণ্ডলোস্কর
নির্মিতি অধিকারী
কাগজ : 70 জী.এস.এম. ক্রিমবোভ
মুদ্রণাদেশ :
মুদ্রক :

প্রস্তাবনা

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

তোমাদের সবাইকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আন্তরিক স্বাগত ! 'বাংলা বালভারতী' দ্বিতীয় শ্রেণীর এই পাঠ্যপুস্তকটি তোমাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা খুব আনন্দিত।

প্রথম শ্রেণীতে তোমরা বাংলা বর্ণমালার অক্ষর ও স্বরচিহ্ন থেকে শব্দ তৈরী করতে শিখেছ। পাঠ্যাংশের মাধ্যমে তোমরা বাংলা ভাষায় সুন্দরভাবে কথা বলা, পড়া ও লেখা-সপাঠ্যপুস্তক শিখেছ। এখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে তোমাদের অনেক নতুন বিষয় শিখতে হবে।

এই বাংলা বালভারতী দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে রয়েছে ছবি-বর্ণনা, গান, কবিতা, পাঠ, গল্প, ছবিকথা, শব্দভাণ্ডার ভিত্তিক ভাষিক খেলা, ভাষার ধাঁধা এবং নানা ভাষা-ভিত্তিক কার্যক্রম যেগুলো তোমাদের নতুনভাবে শেখার সুযোগ করে দেবে। পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু অনুসারে দেওয়া ছবিগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখবে, বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে আলোচনা করবে, গল্পগুজবও করবে। প্রতিটি ছবির সুক্ষ্ম দিকগুলোর দিকে খেয়াল রাখবে। পাঠ্যপুস্তকটিতে এমন অনেক আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত ছবি রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে তোমাদের বাংলা শেখা আরও আনন্দদায়ক ও মজার হবে।

পাঠ্যপুস্তকের কবিতাগুলো তোমরা সুর ও অভিনয়সহ আবৃত্তি করতে পারবে। একা বা দলগতভাবে কবিতা উপস্থাপন করতে তোমাদের নিশ্চয়ই খুব মজা লাগবে।

পাঠ্যপুস্তকটির নানা পাঠের মাধ্যমে তোমরা নতুন নতুন বিষয় জানতে পারবে। পাঠ শুনতে, বুঝতে ও বলতে তোমরা সত্যই মগ্ন হয়ে যাবে। পাঠগুলোর বিভিন্ন বিষয়বস্তু তোমাদের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করবে এবং আনন্দ দেবে।

কবিতা ও পাঠের শেষে দেওয়া অনুশীলনমূলক প্রশ্নগুলো তোমাদের চিন্তাশক্তিকে জাগিয়ে তুলবে। এই অনুশীলনীর মাধ্যমে তোমাদের ভাবতে ও নিজে উত্তর খুঁজতে শিখবে। শব্দভান্ডারভিত্তিক ধাঁধা, খেলা ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তোমরা আরও অনেক নতুন শব্দ জানতে পারবে। এর ফলে তোমাদের শব্দভাণ্ডারও সমৃদ্ধ হবে।

তোমরা সবাই সৃজনশীল ! দ্বিতীয় শ্রেণীর এই পাঠ্যপুস্তকটি থেকে শিখতে তোমরা অবশ্যই আনন্দ পাবে। প্রিয় শিশুশিক্ষার্থীরা, তোমাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক আন্তরিক শুভেচ্ছা !

(অনুরাধা ওক)
সঞ্চালক
মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে

পুণে
তারিখ : 19-04-2026
ভারতীয় সৌর : বৈশাখ শু. 3,
শকে 1948, অক্ষয়তৃতীয়া

প্রকাশক : **শ্রী হেমন্ত বাবর**
প্র. নিয়ন্ত্রক
পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী মণ্ডল, প্রভাদেবী, মুম্বাই-25

ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,

বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম

এবং উপাসনার স্বাধীনতা,

সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন

ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা

এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য

ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে

তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে, আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল সপ্তমী, সম্বত দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

ভারতের সংবিধান

ভাগ ৪ক

নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য

অনুচ্ছেদ ৫১ ক্র.

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে তাকে -

(ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে।

(খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে।

(গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে।

(ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহূত হলে সাড়া দিতে হবে।

(ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব-বোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে।

(চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে।

(ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে।

(জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারমূলক মনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে।

(ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে।

(ঞ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

(ট) মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে।।

প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ । সমস্ত ভারতবাসী আমার ভাই-বোন।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি। আমার দেশের সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার উপর আমার গর্ব।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য আমি সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো।

আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের প্রতি সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ ও দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো। তাদের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত।

বাংলা বালভারতী : দ্বিতীয় শ্রেণী - অধ্যয়ন ফলাফল

SR.	C.G.	C.	অধ্যয়ন ফলাফল	Pg. No.
1	9	9.1.1	বিশেষ ধরনের গান এবং কবিতা শুনতে আগ্রহী হয় এবং তাদের জন্য এগুলি রুচিকর কেনো তার কারণ স্পষ্ট করে।	4, 17, 24, 37, 44, 55, 64, 73
2		9.1.2	২-৩ পদের গান/ছড়া গান/গীতি/কবিতা গায়ন এবং জোরে পুনরাবৃত্তি করে।	4, 14, 17, 37, 44, 55, 64, 70, 73
3		9.2	নিজের শব্দে, স্বতন্ত্র রূপে কবিতা/ছন্দবদ্ধ শব্দ নির্মাণ করে।	18, 45, 32, 56, 75
4		9.3	অনেক সময় কথোপকথন বিনিময় করার সময় সেই কথোপকথনের সূত্র ধরে রাখে।	5, 9, 11, 14, 18, 25, 31, 35, 38, 56, 59, 68, 74, 78
5		9.3.2	এক আধটা বিষয়ের উপর চর্চায় অংশগ্রহণ করে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং তার উত্তর দেয়।	2, 3, 13, 21, 30, 48, 52, 58, 63
6		9.4	শর্তাধীন সূচনার পালন করে। যেমন- যদি বৃষ্টি হয় জল দেবে না, আগাছা বাছো, যদি বৃষ্টি না হয় তবে গাছে জল দেবে।	3, 5, 12, 25, 50, 60
7		9.4.2	‘‘গাণিতীক তথ্য’’ স্পষ্টভাবে দেয়। (দিকনির্দেশক স্থানিক বোধ, যাদের ভৌত পরিমাপ আছে।)	16, 30, 40, 50 , 58, 75
8		9.5.1	লেখকের গল্প লেখার পিছনে প্রেরণা ব্যাখ্যা করে এবং সে নিজেই লেখক এমন ধারণা করে গল্পটি পুনরায় বলে।	8, 28, 34, 43, 62, 68
9		9.5.2	গল্প বলতে বলতে অতিরিক্ত খুঁটিনাটি বলে। (যেমন, ‘‘ইঁদুরটা একটা কাপড়ের টুকরো পেয়েছিল, সেই কাপড়টা খুব ময়লা ছিল। একেবারে ধুলোয় ভরা ছিল।’’)	2, 8, 23, 28, 43
10		9.5.3	শোনা কথার মধ্যে — ‘‘কী ভালো লেগেছে, কী ভালো লাগেনি এবং কেন, তা কারণসহ বলা।’’	8, 29, 35, 63, 77
11		9.6.	জটিল গল্পকার এবং একাধিক চরিত্রের সাথে গল্প তৈরি করে।	9, 23, 34, 43, 71
12		9.7.	পাঠ্যের অপরিচিত শব্দ বোঝার জন্য শিশু অভিধান ব্যবহার করে।	9, 25, 38, 46, 56, 74, 78
13	10	10.1.	অক্ষরগুলোকে — ‘‘স্বর এবং ব্যঞ্জনে ভাগ করা হয়।’’	1, 6, 14, 25
14		10.2.2	সরল যতিচিহ্ন উপযুক্ত পদ্ধতিতে ব্যবহার করে। (পূর্ণ বিরাম/ দাঁড়ি, প্রশ্নচিহ্ন।)	8, 12, 31, 54, 76, 80
15		10.3.2	বহুবর্ণীয় শব্দ এবং ধ্বনিসূচক শব্দ নির্ভুলভাবে পড়ে। (ভূর্র .. ডুবুক..)	18, 29, 57
16		10.4	ছোট অনুচ্ছেদের পঠন সঠিক উচ্চারণ, যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহার, শব্দের আরোহ-অবরোহ নির্ভুলভাবে করে।	6, 12, 19, 32, 36, 46, 49, 66, 79

SR.	C.G.	C.	অধ্যয়ন ফলাফল	Pg. No.
17	10	10.5	দৃক আভিপ্রায় অপেক্ষা অধিক বিষয়বস্তুযুক্ত বইয়ের স্বাধীনভাবে পঠন করতে আরম্ভ করে।	47, 58, 67, 77
18		10.5.2	গল্পের পাঠক, চরিত্র ঘটনাক্রম চেনে এবং লেখকের দৃষ্টিকোণ লক্ষ্য রেখে পঠন করে।	8, 23, 39, 63, 71, 79
19		10.6	ছোট কবিতা আবৃত্তি করে এবং কবিতার কল্পনা অনুমান করে।	4, 17, 24, 37, 44, 55
20		10.7	ছোট সংবাদপত্র এবং প্রকাশিত সাহিত্য পঠন করে ও তার বিষয়বস্তু স্পষ্ট করে।	30, 52, 70, 71
21		10.8.1	ছবির উপর ভিত্তি করে বর্ণনা বা গল্পরূপে লেখা প্রচলিত লিপিতে করে।	20, 29, 32, 57, 71
22		10.8.1.2	ছবিগল্পের বই দেখে আন্দাজ করে গল্প লেখে ।	8, 23, 43, 63, 71
23		10.8.2	ছোট বাক্যের শ্রুতলেখন করে।	15, 49, 57, 75, 78
24		10.8.2.2	ঘটনা এবং অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার জন্য ছোট বাক্য লেখে।	20, 26, 46, 49
25		10.8.2.3	কল্পনা করে দুইটি চরিত্রের মধ্যে চার-পাঁচ বাক্য সংলাপ লেখে । উদাহরণ : সবজিওয়ালা ও ক্রেতা, বাস কন্ডাক্টর ও যাত্রী।	13, 19, 39, 52
26		10.8.2.4	রান্নার রেসিপি /কাগজ দিয়ে জিনিস তৈরি করার পদ্ধতি/ কোনো একটি সময় কীভাবে কাটানো হয়েছে — এরকম প্রক্রিয়া চার-পাঁচ বাক্য লেখে।	16, 20, 50, 72
27		10.9	বইয়ের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে বাস্তব ও কল্পিত দুই ধরনের বইই পড়ে।	8, 28, 48, 58, 63, 68
28		10.9.2	বিদ্যালয়ের গ্রন্থালয়ে পুস্তকের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং সুশৃঙ্খলা ভাবে রাখে।	46, 54

পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া প্রত্যাশিত অধ্যয়ন ফলাফল অর্জন করানো অপরিহার্য। প্রত্যাশিত অধ্যয়ন ফলাফলের পাশে দেওয়া পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি ছাড়া অন্য পৃষ্ঠাগুলির তথ্যের মাধ্যমেও ঐ অধ্যয়ন ফলাফল অর্জন হতে পারে – এই প্রচেষ্টা শিক্ষকদের করতে হবে।

পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত প্রতীকের পরিচয়

শিক্ষক ও অভিভাবকদের জ্ঞাতার্থে...

প্রিয় শিক্ষক/ অভিভাবকবৃন্দ!

আপনারা জানেন যে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ায় পাঠ্যপুস্তকটি শুধু একটি উপকরণ ও মাধ্যম, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলির বিকাশে সহায়তা করে, যেগুলির বীজ তাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই রয়েছে। আপনাদের সকলের কাছে এই অনুরোধ যে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার করে এবং স্বাধীন ভাবে শিক্ষার্থীদের কক্ষ-কক্ষের চারিপাশের বিস্তৃত অসীম প্রকৃতির সাথে পরিচয় করাবেন। তাদের অনুসন্ধান-অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করবেন। তাদের নিজের কথা বলার সুযোগ দেবেন এবং সঠিক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংলাপে যুক্ত করবেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী ভাষা জাতীয় উন্নয়নে এবং ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'বুনিয়াদি শিক্ষণ পাঠ্যক্রম ২০২৪' কে লক্ষ্য করে শিক্ষার্থীদের ভাষা বিকাশের 'বাংলা বালভারতী' পাঠ্যপুস্তকটি প্রস্তুত করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর 'বাংলা বালভারতী' এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানের বিবেচনা করে ভাষার নতুন ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং বিনোদনের বিষয়বস্তু দ্বারা সুসজ্জিত করে আপনাদের সম্মুখে প্রস্তুত করা হলো। এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতা, ঘর, পরিবার, পরিবেশের তথ্যকে ভিত্তি করে শ্রবণ, ভাষণ, কথোপকথন, পঠন ও লেখনের ভাষাগত দক্ষতার সঙ্গে মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ, ক্রিয়াকলাপ ও উদ্যোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

- সর্ব প্রথম সম্পূর্ণ পাঠ্যপুস্তকটি আকলনসহ পঠন করবেন।
- কোন পাঠ্য শেখানোর পূর্বে পাঠ্যের নীচে দেওয়া পাঠন পরামর্শ পুস্খানুভাবে বুঝে অনুসরণ করবেন।
- পাঠ্যপুস্তকটির প্রতীকগুলি বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন।
- মনে রাখবেন যে এই পাঠ্যপুস্তকটির সম্পূর্ণ পাঠ্য উপাদানের উদ্দেশ্য হলো – শেখার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভাষাগত দক্ষতা এবং ক্ষমতা বিকাশ করা, তার পাশাপাশি পাঠ্যের উদ্দেশ্য অনুসারে মূল্যবোধ, সংস্কার এবং জীবনদক্ষতা বিকাশ করা।
- পূর্বানুভব, দেখো বোঝো ও বলো, শোনো, এসো শিখি, পড়ো, বোঝো ও লেখো, পর্যবেক্ষণ করো ও আবৃত্তি করো, পার্থক্য বলো ইত্যাদি সম্পূর্ণ পাঠ একটি মনোরম পরিবেশে কার্যকলাপ এবং অনুশীলনী সম্পূর্ণ করবেন।
- কবিতা, গল্প ও সংলাপ এর অধ্যয়ন অভিজ্ঞতা প্রদানের সময় সঠিক উচ্চারণ, অঙ্গভঙ্গি, তাল ও সুর, ছন্দ ওঠা – নাসা, এর দিশে মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য-দেবেন এবং প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত শিক্ষামূলক দক্ষতা এবং ফলাফলের উপর লক্ষ্য দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
  শিক্ষার্থীদের মধ্যে এগুলির বিকাশ ঘটাতে হবে।
- মনে রাখবেন যে এই পাঠ্যপুস্তকে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলি শুধু সেই পাঠগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীর কল্পনা ও চিন্তা ভাবনা বিকাশের জন্য পাঠ্যের উপর ভিত্তি করে বহির্ভূত প্রশ্নগুলিও জিজ্ঞাসা করা হয়েছে – এগুলি অনুশীলনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেবেন।
- আমরা বিশ্বাস করি যে আপনারা সকলে পঠন, পাঠন ও শেখার ক্ষেত্রে এই পাঠ্যপুস্তকটি দক্ষতার সাথে ব্যবহার করবেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি রুচি এবং আগ্রহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবেন।

'বাংলা বালভারতী' এই পাঠ্যপুস্তকটিতে প্রত্যেক পাতায় কিছু দেখো, লেখো, পড়ো, বোঝো, আঁকো, শোনো, বলো, কথাবার্তা, চর্চা, অভিনয় ইত্যাদি ক্রিয়ামূলক আয়কনের সমাবেশ করা হয়েছে। যেহেতু শিক্ষার্থীরা শিক্ষার প্রথম ধাপেই, তাই এই ক্রিয়ামূলক আয়কনের মাধ্যমে বুঝতে সক্ষম হবে – যে তাকে কী করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকটিতে অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি উপাদানগুলি অধ্যয়ন ফলাফলকে লক্ষ্য রেখে সমাবেশ করা হয়েছে এবং প্রতিটি পৃষ্ঠার নীচে পাঠন পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যা শিক্ষক, অভিভাবক ও সুলভকদের পাঠন করতে সাহায্য করবে এবং তার ফলে শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে।

এছাড়া শুভেচ্ছা বার্তা, ভিন্নতা, ক্রিয়াকলাপ, ধাঁধা, সমান, আমার পরিবার এর মাধ্যমে শেখার প্রক্রিয়াকে মজাদার ও বিনোদনের সাথে রুচিকর করতে সক্ষম হবে । আমাদের বিশ্বাস যে শিক্ষক ও অভিভাবক পাঠ্যপুস্তকের সামগ্রীর রচনামূলক ব্যবহার, উদ্দেশ্য এবং নির্দেশাবলীকে লক্ষ্য রেখে কোরবেন – যাতে পঠন-পাঠন কার্যকর হবে এবং শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে ভাষা শিখবে।

পঠন-পাঠন করার সময় 'বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু'(CWSN)দের জন্য সাংকেতিক চিহ্নের ভাষা এবং অন্য অনুপূরক অধ্যাপন পদ্ধতির ব্যবহার করবেন। তারা যে পদ্ধতিতে ব্যক্ত হতে পারে সেই পদ্ধতিতেই ব্যক্ত হওয়ার সুযোগ দেবেন। মাঝে-মাঝে তাদের দিকে নজর রেখে তাদের বিশেষ ভাবে উৎসাহ দেবেন। এই শিশুদের অধ্যাপন করবার সময় ব্লাকবোর্ড বা অন্য দৃক-শ্রাব্য সাহিত্যের ব্যবহার করবেন।

★ সূচীপত্র ★

প্রথম বিভাগ

অ. ক্র.	পাঠের নাম	পৃ. ক্র.
✻	বর্ণছড়া	১
১	আমাদের বিদ্যালয়	২
২	মোদের দেশ	৪
৩	শেয়াল ও উট	৭
৪	রঙ, ফুল ও ফল	১০
৫	সুষম খাদ্য	১৩
৬	কৃতি : শরবত	১৬
৭	বর্ষার দিনে	১৭
✻	পুনরাবৃত্তি-১	২০

দ্বিতীয় বিভাগ

অ. ক্র.	পাঠের নাম	পৃ. ক্র.
✻	ঋতু	২১
৮	মিত্রতা	২২
৯	সংকল্প	২৪
১০	পাখির ডানা	২৭
১১	খবর	৩০
১২	লালু	৩৩
১৩	কৃতি : প্রাণী যত্ন	৩৬
১৪	ঘুম ভাঙানি	৩৭
✻	পুনরাবৃত্তি-২	৪০

তৃতীয় বিভাগ

অ. ক্র.	পাঠের নাম	পৃ. ক্র.
✻	দিক	৪১
১৫	বানর ও কলার খোসা	৪২
১৬	লেখা পড়া	৪৪
১৭	আমাদের উৎসব	৪৭
১৮	কৃতি : পতাকা	৫০
১৯	আমার গ্রাম আমার দায়িত্ব	৫১
২০	স্বাধীনতার সুখ	৫৫
২১	চাপরালা অভয়ারণ্য	৫৮
✻	পুনরাবৃত্তি-৩	৬০

চতুর্থ বিভাগ

অ. ক্র.	পাঠের নাম	পৃ. ক্র.
✻	আমাদের ফসল	৬১
২২	সহায়তা	৬২
২৩	বড় কে ?	৬৪
২৪	দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর	৬৭
২৫	আমায় চেনো	৭০
২৬	রঙ্গোলি	৭২
২৭	বারো মাস	৭৩
২৮	বন্ধুত্বের হাত	৭৭
✻	পুনরাবৃত্তি-৪	৮০

পূর্বানুভব - শোনো ও বলো :

প্রথম বিভাগ

✻ বর্ণছড়া

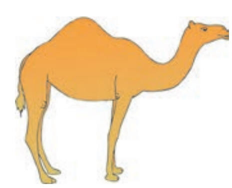

অজগর ওই হাসছে বসে
আমগাছটির ডালে
ইঁদুর দেখ রং মাখাল
ঈগল পাখির গালে।
উটের ছানা মুখ বেঁকিয়ে
উর্মিমালা আঁকে,
ঋতু আসে রঙ ছড়িয়ে
কোকিল পাখির ডাকে।
একতারাটা জোর বাজিয়ে
ঐরাবত ওই নাচে-
ওল খেয়েছে ইঁদুর ছানা,
ঔষধে প্রাণ বাঁচে।

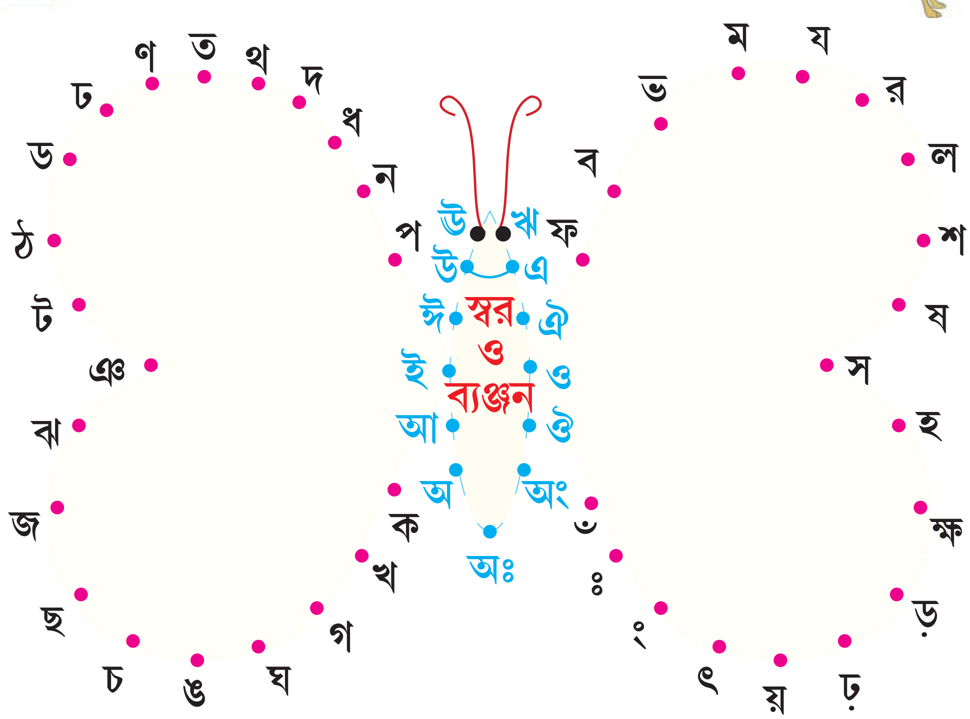

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের প্রথম শ্রেণীর অভিজ্ঞতার যাচাই করার জন্য বর্ণমালার অনুশীলন করাবেন। • বর্ণমালা ও স্বরচিহ্নসহ শব্দ ও বাক্য পঠন ও লেখন করার যথেষ্ট অনুশীলন করাবেন।

দেখো ও বোঝো :

১ আমাদের বিদ্যালয়

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম :

....

....

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের নিজের পাঠশালা সম্পর্কে তথ্য নিয়ে আলোচনা করবেন। • ছবিটি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। • ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে? • পাঠশালা শুরু হওয়ার প্রথম দিনে আমরা কী কী করি এ বিষয়ে আলোচনা করবেন। • শিক্ষার্থীরা কি হতে চায় এ বিষয়ে সবাইকে বলার সুযোগ দেবেন।

দেখো, বোঝো ও বলো :

স্বাগত উৎসব

বনভোজন

বৃক্ষ রোপণ

ক্রীড়া উৎসব

বলো :

- আমরা কখন স্বাগত করি ?
- তোমরা কখন বনভোজন করো ?
- গাছ লাগানো কেন দরকার ?
- তোমরা কী-কী খেলা খেলতে পছন্দ করো ?

পাঠন পরামর্শ : • ছবি পর্যবেক্ষণ করাবেন। • ছবির বিষয়ে আলোচনা করবেন। • ছবিগুলির ঘটনা নিজের ভাষায় বর্ণনা করতে বলবেন। • ছবিটি দেখে তোমার কী মনে হয়? এ ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। • ভিন্ন ভিন্ন খেলাধুলার নিয়ম সম্পর্কে বলবেন এবং তা পালন করতে বলবেন।

২ মোদের দেশ

সুনির্মল বসু

ভারত মোদের দেশ রে ভাই
ভারত মোদের দেশ।
এই দেশেতে মনের সুখে
থাকব মোরা বেশ।
দেশের বাতাস দেশের আলো
আমরা সবাই বাসব ভালো।
দেশের মাটি করবে মোদের
সকল দুঃখের শেষ।
ভারত মোদের দেশ রে ভাই
ভারত মোদের দেশ।

পাঠন পরামর্শ : • উপরের ছবিটি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। জাতীয় পতাকাটি যথাযোগ্য রঙে রঙ করতে বলবেন। • কবিতাটি উপযুক্ত ভাব ও অঙ্গভঙ্গি, সুর ও তালসহ আবৃত্তি করাবেন। • এক-এক বা দুই -দুই পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে শিক্ষার্থীদের অনুসরণ করতে বলবেন। • তারপর সম্পূর্ণ কবিতাটি একসঙ্গে আবৃত্তি করতে বলবেন। • ছবিতে কী কী দেখা যায় তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন। • কবিতাটি তার কেমন লেগেছে তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন। • কবিতাটির ভাবার্থ অনুমান করতে বলবেন।

কথাবার্তা

★ আমরা কোন তহশিলে বাস করি ?
★ আমাদের জেলার নাম কী ?

★ আমরা কোন রাজ্যে বাস করি ?
★ আমাদের দেশের নাম কী ?

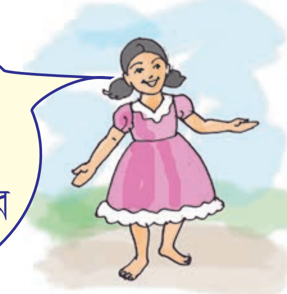

এসো শিখি

● **উত্তর দাও।**

ক) আমরা কোন দেশে সুখে থাকবো ?

খ) আমরা দেশের জন্য কী কী করতে পারি ?

গ) সকল দুঃখের শেষ কে করবে ?

ঘ) কবিতায় কী কী ভালবাসতে বলা হয়েছে ?

● **নীচে দেওয়া শব্দের সমার্থক শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।**

১) রাষ্ট্র = ... ২) প্রকাশ = ...

৩) ভ্রাতা = ... ৪) আমাদের = ...

● **নীচের সূচনাগুলি পড়ো ও পালন করো।**

➢ পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখবে।

➢ গাছ লাগাবে।

➢ জাতীয় পতাকার সম্মান করবে।

➢ জাতীয় সংগীতের সম্মান করবে।

➢ যানবাহনের নিয়ম পালন করে চলবে।

➢ সার্বজনিক সম্পত্তি রক্ষা করবে।

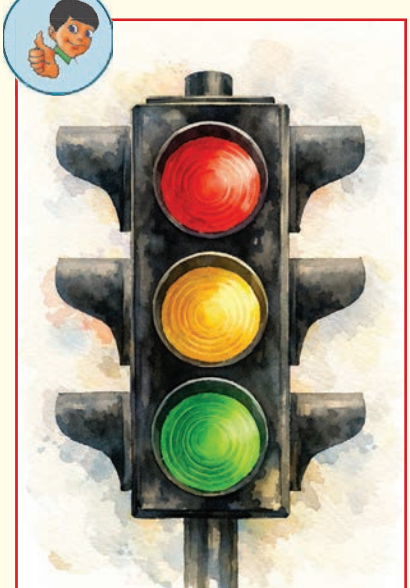

● **শব্দ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণ আলাদা করো।**

যেমন : ভারত = ভ + আ + র + ত

১) বাতাস = ... ২) দেশের = ...

৩) মোরা = ... ৪) সুখ = ...

৫) মাটি = ... ৬) আমরা = ...

● **মিলযুক্ত শব্দের জোড়া বানাও।**

যেমন : মাটি – খাঁটি

১) দেশ - .... ২) ভাই - ....

৩) আলো - .... ৪) বাতাস - ....

৫) সকল - .... ৬) থাকব - ....

৭) কর - .... ৮) শেষ - ....

● **শব্দের খেলা :**

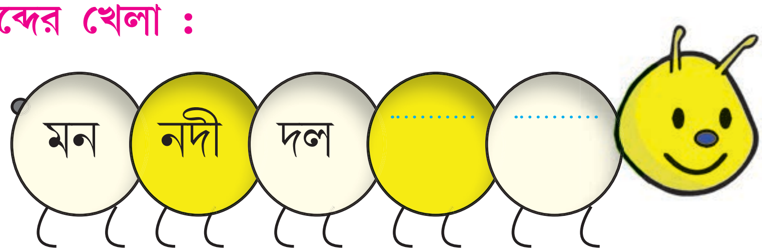

পড়ো, বোঝো ও বলো :

কৃষক আমাদের জন্য ফসল ফলায়। সে মাঠে ধান, সবজি, ডাল ও ফল উৎপাদন করে। ভোরে সে মাঠে যায় এবং পরিশ্রম করে। কৃষকের জন্যই আমরা খাবার পাই। তাই আমরা কৃষককে ভালোবাসি ও সম্মান করি।

★ আমাদের জন্য ফসল কে ফলায়?

★ কৃষক মাঠে কী-কী ফসল ফলায়?

★ ফসল ফলানোর জন্য কৃষক কী-কী জিনিসের ব্যবহার করে?

পড়ো ও বোঝো :

৩ শেয়াল ও উট

এক সময় একটি উট ও একটি শেয়াল নদীর ধারে বাস করতো। নদীর এক ধারে আখের ক্ষেত ছিলো। শেয়ালের আখ খাওয়ার ইচ্ছা হলো।

১

শেয়ালকে পিঠে করে উট নদী পার হলো।

২
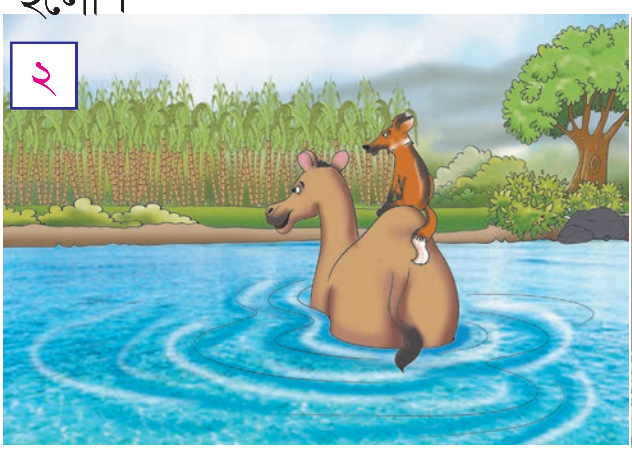

উট আর শেয়াল দুজনে মিলে আখ খেতে লাগলো। তখন ক্ষেতের মালিক গাছের নীচে ঘুমোচ্ছিলো।

৩

শেয়ালের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি জাগলো। সে জোরে জোরে হাঁকতে লাগলো।

৪

উট বললো, ‘‘বন্ধু তুমি চিৎকার করছো কেনো ?’’
শেয়াল বললো, ‘‘খাওয়ার পর গান গাওয়া আমার ভারী অভ্যাস।’’
এই বলে সে পালালো।

৫

শেয়ালের চিৎকার শুনে মালিক এসে উটকে মারতে শুরু করলো। উট তখন কাঁদতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর ফেরার পথে শেয়াল উটের পিঠে উঠে বসলো।

উট নদীর মাঝখানে এসে জলের মধ্যে গড়িয়ে পড়লো।

শেয়াল বললো, ‘‘বন্ধু তুমি জলের মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছো কেনো ?’’
উট বললো, ‘‘খাবার খাওয়ার পর জলে গড়াগড়ি দেওয়া আমার ভারী অভ্যাস।’’

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের ছবি পর্যবেক্ষণ করে ছবির বিষয়বস্তু বুঝে চরিত্রগুলির বর্ণনা করতে বলবেন। • গল্পের মূল ধারণা বলার সুযোগ দেবেন ও গল্পটি পুনরায় নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। • গল্পে ব্যবহার করা যতি চিহ্নের পরিচয় করাবেন। অন্য শিশু সাহিত্য পড়ার সুযোগ করে দেবেন। • শিক্ষার্থীদের গল্পটি কেমন লেগেছে এবং কেন – এটা জিজ্ঞাসা করবেন।

কথাবার্তা

এসো শিখি

- কে কাকে বলেছিলো লেখো।

১) "বন্ধু তুমি চিৎকার করছো কেনো ?"

....

....

২) "খাওয়ার পর গান গাওয়া আমার ভারী অভ্যাস।"

....

....

- অভিধান থেকে অর্থ খুঁজে লেখো।

১) হাঁকা – .... ২) চিৎকার – ....

- এক বাক্যে উত্তর লেখো।

১) আখের ক্ষেত কোথায় ছিল ?

....

....

২) গাছের নীচে কে ঘুমোচ্ছিল ?

....

....

৩) কার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি জাগলো ?

....

....

- কচ্ছপ ও খরগোশের একটি গল্প তৈরী করে বলো।

৪ রঙ, ফুল ও ফল

আকাশের রঙ নীল। আকাশে দেখা যাচ্ছে রামধনু। রামধনুতে রয়েছে সাতটি রঙ – বেগুনি, নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল।

আমাদের দেশের বনে ও মাঠে সবুজ রঙের মেলা। এই বনের গাছপালা বিভিন্ন রঙের ফুল ফোটায়। আমাদের পরিবেশে দেখতে পাই বিভিন্ন রঙের ফুল। এই ফুলের মধ্যে আছে পদ্ম, জবা, গোলাপ, রজনীগন্ধা, জুঁই, গাঁদা, শিউলি, কৃষ্ণচূড়া ও সূর্যমুখী। পদ্ম আমাদের জাতীয় ফুল।

আমাদের দেশে নানা রকমের ফল পাওয়া যায়। এই সকল ফলের মধ্যে রয়েছে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, ডালিম, তাল, তরমুজ, লিচু, পেয়ারা, আতা, আনারস ও কমলা। আম আমাদের জাতীয় ফল।

পাঠন পরামর্শ : • পাঠের যতিচিহ্নগুলি লক্ষ্য রেখে পড়া অনুশীলন করাবেন। • পরিচ্ছেদ সাবলীলভাবে পড়ার সুযোগ করে দেবেন। • প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে পাঠ্য বিষয়টি সরব পঠন করে এমন পাঠ যোজনা করবেন।

কথাবার্তা

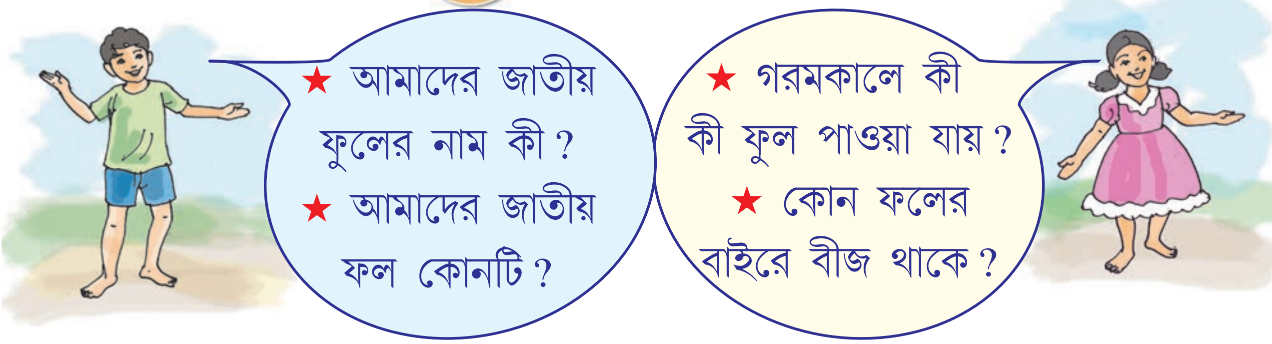

এসো শিখি

- নীচের ছবিটি দেখে সঠিক জোড়া মেলাও।

- নীচের ছবিটি দেখে রঙের নাম লেখো।

....

....

....

....

● তোমার বিদ্যালয়ের ফুল বাগিচার জন্য ২টি সূচনা তৈরী করো।

ফুল পাতা ছিড়বে না।

● তোমার পছন্দের একটি ফলের ছবি আঁকো এবং তার বিষয়ে দুটি বাক্য লেখো।

● নীচের পরিচ্ছেদের যতিচিহ্নগুলি গোল করো। শিক্ষকের সাহায্যে অন্য যতিচিহ্নগুলির নাম জেনে নাও।

?

।

পূজা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য ফুলের দরকার হয়। আজকাল গ্রামের সাথে সাথে শহরেও প্রায় সব ধরণের ফুল পাওয়া যায়। গোলাপ ফুল খুব সুন্দর। তোমার বাড়িতে কী কী ফুল গাছ আছে? এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সাথে সাথে, আমরা অনেক ফুলের নাম চট করে বলে দিই।

পড়ো ও বোঝো :

৫ সুষম খাদ্য

মোহন : হ্যালো মিনা ! আজ তুমি বাড়িতে কী খেয়েছো ?

মিনা : আমি বাড়িতে রুটি, সবজি ও ফল খেয়েছি। আর তুমি ?

মোহন : আমি তো শুধু চিপ্‌স আর চকলেট খেয়েছি।

মিনা : ওহ! প্রতিদিন এসব খাবার শরীরের জন্য ভালো নয়। তুমি কি জানো সুষম খাদ্য কাকে বলে ?

মোহন : না ! ঠিক জানিনা। তুমি বলো তো ?

মিনা : সুষম খাদ্য মানে এমন খাদ্য, যে খাদ্যে প্রোটিন, ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি ও খনিজ সবকিছু সঠিক পরিমাণে থাকে।

মোহন : তাই নাকি! তাহলে শুধু চকলেট আর চিপ্‌স খেলে চলবেনা ?

মিনা : না! শরীর ঠিকমতো বাড়তে হলে আমাদের দুধ, ফল, সবজি, ডাল সবকিছু খেতে হবে।

মোহন : আচ্ছা ! এবার তাহলে বুঝলাম। আজ থেকে আমি চেষ্টা করবো সুষম খাদ্য খেতে ।

মিনা : বাঃ! খুব ভালো। মনে রেখো, "সুস্থ দেহে সুস্থ মন।"

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের ছবিটি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। • ছবিতে দেওয়া সুষম খাদ্যগুলি বুঝিয়ে বলবেন। • শারীরিক সুস্থতা কিসে বজায় থাকে? রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়তে কে সাহায্য করে? এধরণের প্রশ্নগুলি দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। • সমস্ত পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে সুষম খাদ্য তথ্যটি বুঝিয়ে বলবেন। • এধরণের ছোট সংলাপ লিখতে বলবেন।

কথাবার্তা

★ রুটি কী দিয়ে তৈরী হয় ?
★ তুমি সকালবেলা কী খেতে পছন্দ করো ?

★ দোকানের কোন খাবারটি তোমার পছন্দ ?
★ কোন খাবার খেলে অসুখ করে ?

শোনো ও বলো :

ভাত খাই, ডাল খাই,
মায়ের হাতের খাবার চাই।
সবজি, ডাল, আর ফল
খেলেই হবে শরীর সবল।

এসো শিখি

● নীচের ছক থেকে ফলের নাম খোঁজ করে লেখো।

আ	পে	ল	কু
ম	পে	ঠা	লা
জা	য়া	কাঁ	ক
লা	রা	লি	চু
আ	তা	কী	রা

যেমন : কাঁঠাল

● ব্যঞ্জন ও স্বর আলাদা করে লেখো।

	ধ্বনি	ব্যঞ্জন	স্বর	ধ্বনি	ব্যঞ্জন	স্বর
যেমন :	ঘো	ঘ	ও	তি		
	শা			খু		
	লে			দৌ		
	পৈ			চী		

● যদি তুমি তোমার পরিবারের সকলের সাথে কোথাও ঘুরতে যাও তাহলে তুমি কী-কী খাবার নিয়ে যাবে তার তালিকা তোমার খাতায় তৈরী করো।

● এলোমেলো অক্ষর জুড়ে শব্দ তৈরী করো।

- দা বা ম - ....
- না র স আ - ....
- র মু ত জ - ....
- আ ল কি ম - ....

● ছোট ছোট বাক্য শোনো ও লেখো।

১) .... ২) ....

৩) .... ৪) ....

৫) .... ৬) ....

● নীচের ছবিটি দেখে সঠিক জোড়া মেলাও।

ফল/তরকারি		স্বাদ
আম		টক
লেবু		কষাটে
আমলকি		তেতো
উচ্ছে		নোনতা
লঙ্কা		মিষ্টি
লবণ		ঝাল

দেখো, পড়ো ও তৈরী করো :

৬ কৃতি : শরবত

সামগ্রী : এক গ্লাস জল, চিনি, একটা লেবু, লবণ ও একটি চামচ।

কৃতি : (১) এক গ্লাস জল নাও।

(২) এই জলের মধ্যে দুই থেকে তিন চামচ চিনি দাও।

(৩) এখন চামচ দিয়ে ঘোলাও।

(৪) বানানো ঘোলের মধ্যে আধা লেবুর রস চেপে দাও।

(৫) স্বাদ অনুসারে একটু লবণ মেশাও।

(৬) এখন অন্য একটি গ্লাসে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নাও।

(৭) এভাবে এবার শরবত তৈরী হলো।

তুমি তোমার পছন্দ অনুসারে বিভিন্ন ফলের শরবত বানাতে পারো।

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের উপরে দেওয়া ধারণাগুলি সরব পঠন করাবেন। • শরবত বানানোর উপকরণ এবং পদ্ধতি সম্পর্কে চর্চা করবেন। • শরবত বানানোর নির্দেশনা দিয়ে পদ্ধতিটি যথাক্রমে পালন করাবেন এবং শরবত বানাবেন। • এধরণের অন্য খাদ্য সামগ্রীও বানাবেন। যেমন - ঝালমুড়ি তৈরী করা।

শোনো ও বলো :

৭ বর্ষার দিনে

অন্নদাশংকর রায়

শন শন হাওয়া বয়,
এই আসে বিষ্টি।
দরজা জানালা খোলা,
ভেসে যায় ছিষ্টি।
তারপরে রোদ ওঠে,
আহা সে কি মিষ্টি।
আবার ঘনায় মেঘ,
জোরে আসে বিষ্টি।

ঝাপসা দেখায় সব,
যতদূর দৃষ্টি।
খিচুড়ির দিন এটা,
চলো করি ফিস্টি।
কি খেতে চাও বলো,
করি বসে লিষ্টি।

পাঠন পরামর্শ : • উপযুক্ত ভাব ও অঙ্গভঙ্গি, সুর ও তালসহ কবিতা আবৃত্তি করাবেন। • এক-এক বা দুই-দুই পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে শিক্ষার্থীদের অনুসরণ করতে বলবেন। • তারপর সম্পূর্ণ কবিতাটি একসঙ্গে আবৃত্তি করতে বলবেন। • ছবিতে কী কী দেখা যায় তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন। • কবিতার ভাবার্থ অনুমান করতে বলবেন। • কবিতাটির ভালো লাগা লাইনটি – নিয়ে চর্চা করবেন এবং ভালো লাগার কারণ জিজ্ঞাসা করবেন। • ডিজিটাল মাধ্যমের দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন জিনিসের শব্দ শোনাবেন এবং আন্দাজ করতে বলবেন।

কথাবার্তা

★ বর্ষাকালে তোমার গ্রামের দৃশ্য কেমন হয় ?
★ ব্যাঙের রঙ কেমন ?

★ মেঘ করলে কি হয় ?
★ ব্যাঙের ডাক নকল করে শোনাও।

এসো শিখি

- তোমার নিজের শব্দ দ্বারা ছড়ার লাইন পূর্ণ করো।

  - বৃষ্টি পড়ে ....
  - হাওয়া বয় ....
  - ঘন্টা বাজে ....
  - নুপুর বাজে ....

- কবিতার মিলযুক্ত শব্দগুলি বলো।

  যেমন : বিষ্টি - ছিষ্টি

- একবাক্যে উত্তর লেখো।

  ১) শন-শন কি বয় ?

  ....

  ২) কবিতায় কোন ঋতুর কথা বলা হয়েছে ?

  ....

  ৩) ঝাপসা কখন দেখায় ?

  ....

  ৪) বর্ষাকালে জমিতে কোন-কোন ফসল লাগানো হয় ?

  ....

- শব্দের শেষের অক্ষর দ্বারা নতুন শব্দ তৈরী করো। যেমন : শন - নল

  - দরজা - ....
  - মেঘ - ....

- তোমার জানা একটি কবিতা আবৃত্তি করো ও লেখো।

এসো বুঝি অন্য শব্দ খুঁজি:

ষ + ট = ষ্ট	: নষ্ট	....	ঙ + ক = ঙ্ক	: অঙ্ক	....
স + ট = স্ট	: স্টার	....	ন + ড = ন্ড	: দন্ড	....
শ + চ = শ্চ	: পশ্চিম	....	দ + ধ = দ্ধ	: যুদ্ধ	....
হ + ম = হ্ম	: ব্রহ্মা	....	ন + ত = ন্ত	: শান্ত	....
স + থ = স্থ	: স্থান	....	ঙ + গ = ঙ্গ	: অঙ্গ	....

পড়ো, বোঝো ও বলো :

আজ রবিবার। ঠাকুরদাদা কুল্ফি তৈরী করার জন্য প্রচুর পরিমাণে দুধ কিনলেন। ঠাকুরমা সকাল ৯ টার সময় দুধ গরম করার জন্য কড়াই আনলেন। কখনো মা, আবার কখনো কাকিমা হাতা দিয়ে দুধ ফেটাতেন – যাতে দুধ অতিরিক্ত গরম হয়ে নীচে না পড়ে যায়।

- ছবিটির উপর ভিত্তি করে একটি সংলাপ তৈরী করো।

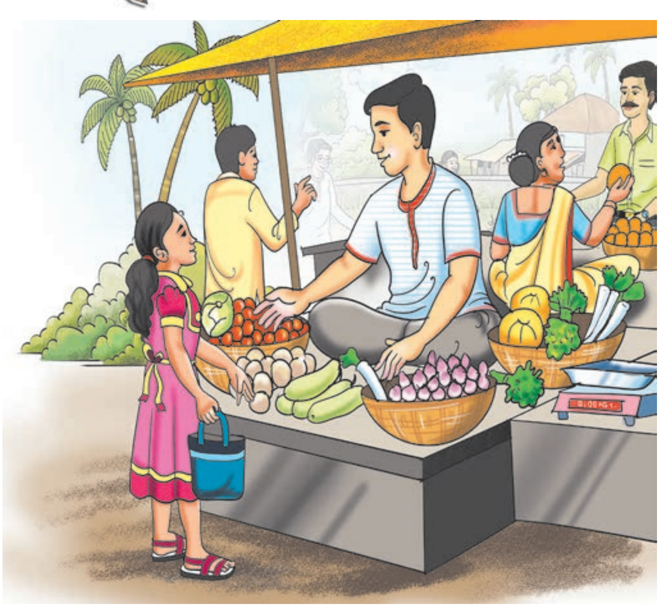

মিনা : ....

সবজিওয়ালা : ....

মিনা : ....

সবজিওয়ালা : ....

মিনা : ....

সবজিওয়ালা : ....

মিনা : ....

পুনরাবৃত্তি - ১

● নীচের ছবিটি দেখে ছবিটির বর্ণনা নিজের ভাষায় লেখো।

● খিচুড়ি কী-কী দিয়ে তৈরী হয় তার তালিকা বানাও।

● তোমার জানা যে কোন একটি খাবার বানানোর পদ্ধতি সঠিক ক্রমে লেখো।

পাঠন পরামর্শ : • বাংলা বর্ণমালার সব অক্ষরগুলি ব্যবহার করে ও উপাদানগুলি চিনে সূত্রধরে অর্থপূর্ণ বাক্য গঠন করা অপেক্ষিত। • কথোপকথন করার ভাবধারার সূত্রপাত বজায় রাখাবেন।

দেখো ও বোঝো :

দ্বিতীয় বিভাগ

ঋতু

- **নীচের ছবি দেখে ঋতুর নাম ও ২টি বাক্য লেখো।**

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

পাঠন পরামর্শ : • ঋতু সম্পর্কে তথ্য দেবেন। • প্রতিটি ঋতুর বৈশিষ্ট্য বলে প্রদত্ত ঋতুতে পরিধান করা কাপড় এবং অন্য তথ্যের সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। • এধরণের অন্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। যেমন - ঋতু, মাটি ইত্যাদি সম্পর্কে চর্চা করবেন। • পাঠ্যের বিষয় অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলবেন। • সমূহ তৈরী করে প্রশ্ন-উত্তরের আদান-প্রদান করাবেন।

দেখো, বলো ও লেখো :

৮ মিত্রতা

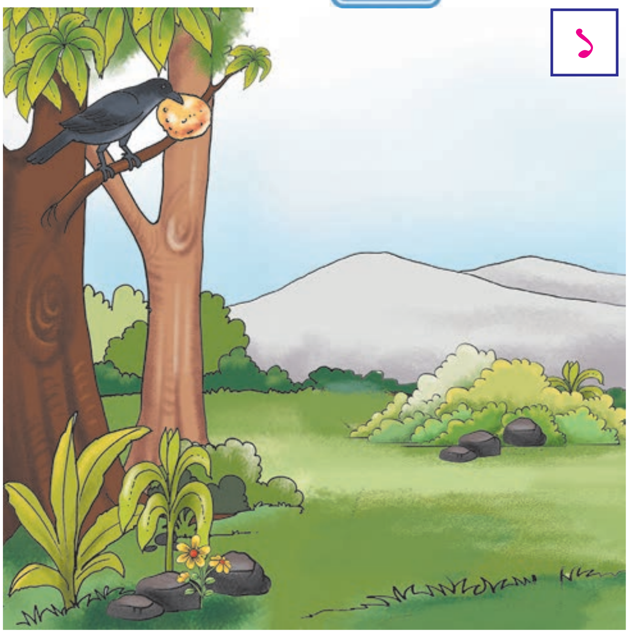

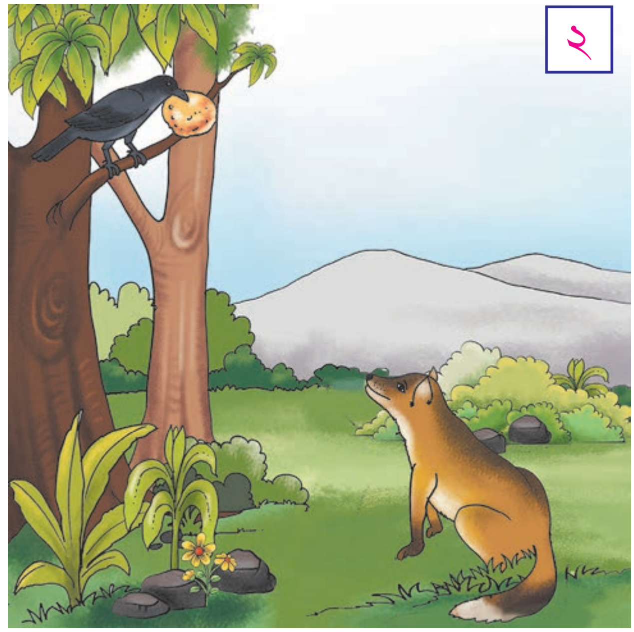

....

....

....

....

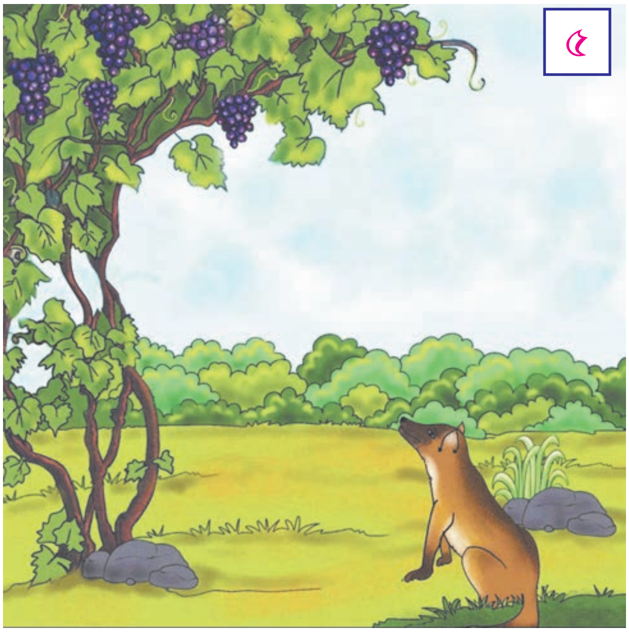

....

....

....

....

....

....

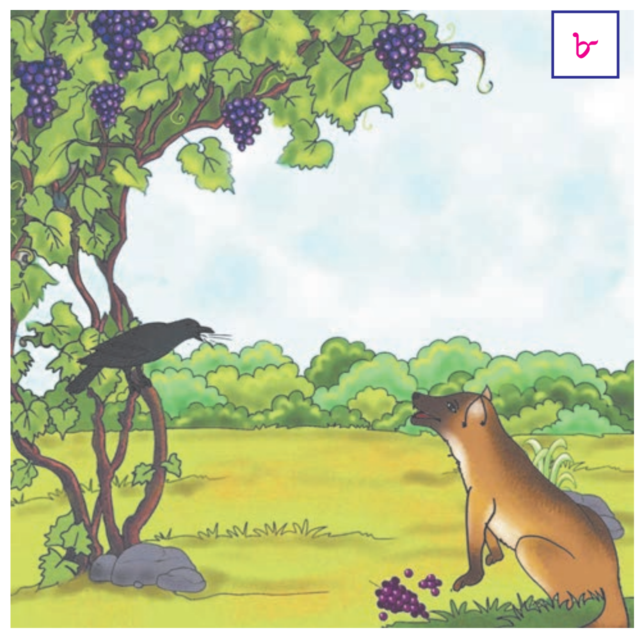

....

....

● **শিক্ষা :** আগের গল্পটিতে শেয়াল কাকের সাথে খারাপ ব্যবহার করা সত্ত্বেও কাকের স্বভাব ভালো থাকার কারণে কাক শেয়ালকে সাহায্য করলো। এই জন্য আমাদের ও সবার সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত।

পাঠন পরামর্শ : ● শিক্ষার্থীদের ছবিটির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করাবেন। ● ছবিকথার গল্প, চরিত্র, ঘটনার ক্রমের উপর আলোচনা করবেন। ● ছবিগুলির সঠিক ক্রমটি নির্দিষ্ট করে তার নীচে সঠিক বাক্য লেখাবেন। ● এধরণের যে কোন ছবিসহ বই থেকে ছবি অনুসরণ করে ছোট-ছোট বাক্যে গল্প লিখতে বলবেন। ● ছবিকথার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও গল্পটি কেমন লেগেছে এবং কেন — এটা জিজ্ঞাসা করবেন।

শোনো ও বলো :

৯ সংকল্প

গুরুসদয় দত্ত

মোরা ছুটব
মোরা খেলব
বসে কুঁড়ে হয়ে থাকব না।
ছাতি ফাটবে
মাথা ভাঙবে
তবু পরাজয় মানব না।
মোরা হাসব
ভয় নাশব
বাধা বিপদেতে টলব না।

প্রাণ খুলব
মান ভুলব
দীন দুঃখীদের ঠেলব না।
গায়ে খাটব
বন কাটব
মাথা গুঁজে বসে ভাবব না।
মাটি খুঁড়ব
চাষ জুড়ব
কভু শ্রমে হেলা করব না।

পাঠন পরামর্শ : • ডিজিটাল উপকরণের মাধ্যমে কিংবা শিক্ষক নিজে উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গিসহ আবৃত্তি করে শোনাবেন। • কবিতাটির প্রথম স্তবক, দ্বিতীয় স্তবক, তৃতীয় স্তবক... এই ধাপ অনুসরণ করে আবৃত্তি করাবেন। প্রতিটি স্তবক প্রথমে দলগত ভাবে ও পরে ব্যক্তিগত ভাবে আবৃত্তি করাবেন। • যে শিক্ষার্থীর সাহায্যের দরকার হবে, সে শিক্ষার্থীকে প্রতিটি পঙ্ক্তি হিসেবে আবৃত্তি করার যথেষ্ট সুযোগ দেবেন। • কবিতার শিরোনাম, স্তবক, পঙ্ক্তি, ছন্দ, অন্তমিল, ভাব ও অলংকার এগুলি সূক্ষ্মভাবে অনুশীলন করাবেন। • কবিতার ভাবার্থ অনুমান করতে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলার সুযোগ দেবেন – যাতে সম্পূর্ণ কবিতাটি শিক্ষার্থীরা অঙ্গভঙ্গিসহ আবৃত্তি করতে পারে।

কথাবার্তা

★ ছেলেটি বুড়িমার হাত ধরে কেন নিয়ে যাচ্ছে ?

★ ছেলেরা কোন খেলাটি খেলছে ?

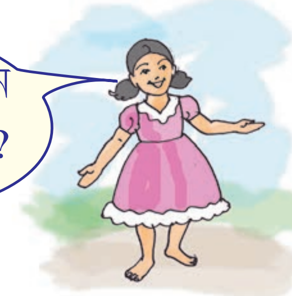

এসো শিখি

● **চলো অভিধান থেকে অর্থ খোঁজ করি।**

১) কুঁড়ে = ... ২) পরাজয় = ...

৩) নাশ = ... ৪) বিপদ = ...

● **কবিতার লাইন পূর্ণ করো।**

১) .... ঠেলব না। ২) .... টলব না।

৩) বসে কুঁড়ে হয়ে .... ৪) মাথা গুঁজে বসে ....

● **নীচের সূচনাগুলি পড়ো ও পালন করো।**

➢ অলসতা করবে না।

➢ সবাইকে সাহায্য করো।

➢ সদা সত্য কথা বলবে।

➢ নিজের কাজ নিজে করো।

● **শব্দ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণ আলাদা করে লেখো।**

যেমন : মোরা = ম + ও + র + আ

১) ছাতি - .... ২) মাথা - ....

৩) নাশব - .... ৪) কভু - ....

পাঠন পরামর্শ : • বাংলা অভিধান থেকে শব্দের অর্থ খোঁজ করার পদ্ধতীর অনুশীলন করাবেন। • কবিতার অন্তর্ভূক্ত ও নিজের শব্দ দ্বারা মিলযুক্ত শব্দ লেখার অনুশীলন করাবেন। • অক্ষর কার্ড দ্বারা বর্ণ বিশ্লেষণের অনুশীলন করাবেন।

● তুমি কী-কী খেলা খেলতে পছন্দ করো ? লেখো।

....

....

....

....

● ঠিক কথাটির সামনে ✓ এবং ভুল বাক্যটির সামনে ✗ চিহ্ন দাও।

ক) কবিতাটিতে কী কী বলা হয়েছে ?

১) খেলাধুলা করা। ☐ ২) চাষ করা। ☐

৩) ভয় পাওয়া। ☐ ৪) কুঁড়েমি করা। ☐

খ) 'মোরা খেলবো মোরা ছুটবো' – কারা খেলবে, কারা ছুটবে ?

১) শিক্ষকেরা ☐ ২) শিশুরা ☐

৩) কৃষকেরা ☐ ৪) সবাই ☐

গ) শিশুরা খেলতে চায়।

১) ঘরের ভেতরে ☐ ২) খোলা মাঠে ☐

৩) জলের নীচে ☐ ৪) বাজারে ☐

● কবিতার যে কোন একটি পদ আবৃত্তি করো।

● নীচে লেখা শব্দগুলি আয়নায় দেখে পড়ো ও ছবির নীচে লেখো।

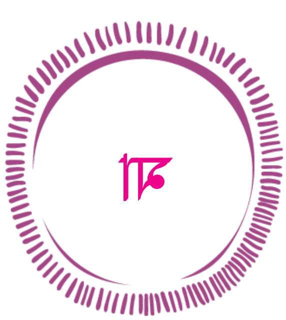

....

....

পড়ো ও শেখো :

১০ পাখির ডানা

একদিন রূপা স্কুল থেকে ফিরছিল। হঠাৎ সে দেখল, একটি ছোট পাখি রাস্তার ধারে পড়ে আছে। তার একটা ডানা ভাঙা। পাখিটি কাঁপছিল আর কুঁকড়ে ছিল। রূপা দৌড়ে গেল, বলল, ‘‘ওহ ! তুমি ব্যথা পেয়েছ ?’’

সে খুব সাবধানে পাখিটিকে হাতে তুলে নিল। ঘরে এনে একটা ছোট ঝুড়িতে তুলো বিছিয়ে পাখিটিকে রাখল। রূপা তার মাকে সব ঘটনাটি বলল। মা বললেন, ‘‘তুমি খুব ভালো কাজ করেছ রূপা।’’

রূপা প্রতিদিন পাখিটিকে খাবার দিত, জল দিত। এক সপ্তাহ পর পাখিটির ডানা ঠিক হয়ে গেল।

রূপা জানালার কাছে গিয়ে বলল, "যাও, এখন তুমি আবার উড়তে পার।" পাখিটি 'চি-চি' করে আকাশে উড়ে গেল।

পাঠন পরামর্শ : • প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সূত্র ধরে ঘটনার ধাপ অনুযায়ী কথোপকথন করার অনুশীলন করাবেন। • শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় ঘটনাটির পাত্রগুলি বর্ণনা করতে বলবেন। • যতিচিহ্ন গুলির দিকে লক্ষ্য দিয়ে পরিচ্ছেদ সরব পঠন করার অনুশীলন করাবেন। • গল্পের মূলভাবনা দলগত ভাবে আলোচনা করবেন এবং গল্পটি নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। • স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিভিন্ন দৃশ্যের সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন এবং গল্পের সূক্ষ্ম বিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করবেন।

অর্থ বলো :

- ★ পাখনা
- ★ ভগ্ন
- ★ বেদনা
- ★ গগন
- ★ পথ

- ★ ডানা
- ★ ভাঙা
- ★ ব্যথা
- ★ আকাশ
- ★ রাস্তা

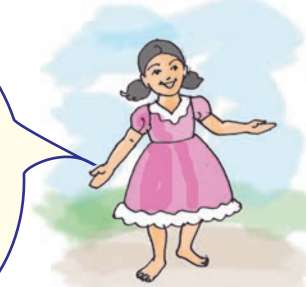

এসো শিখি

- **এক কথায় উত্তর বলো।**

ক) পাখিটি কোথায় পড়েছিলো ? খ) পাখিটির কি ভেঙে গিয়েছিলো ?

গ) রূপা দৌড়ে গিয়ে পাখিটিকে কি বললো ?

ঘ) এই গল্পটিতে তোমার কী ভালো লেগেছে তা বলো।

- **বন্ধনী থেকে সঠিক ধ্বনিসূচক শব্দ ফাঁকা জায়গায় লেখো।**

(হাম্বা-হাম্বা, প্যাক-প্যাক, ভোঁ-ভোঁ, কা-কা)

১) কাকের ডাক - .... ২) হাঁসের ডাক- ....

৩) কুকুরের ডাক- .... ৪) গরুর ডাক - ....

- **এসো যুক্তাক্ষর শিখি।**

যেমন : ছোট্ট → ট্ট → ট + ট

উক্ত → ...... → ...... + ...   চন্দ্র → ...... → ...... + ... + ...

- **তোমার বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার পথে তুমি যা-যা দেখতে পাও তার নাম লেখো।**

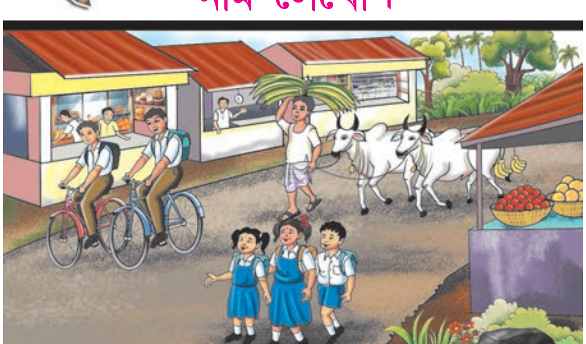

....

....

....

....

....

....

....

....

১১ খবর

শিশু পত্রিকা

তাং — ১৫ ই নভেম্বর ২০২৫, শুক্রবার, গড়চিরোলী

রবীন্দ্র বিদ্যালয় মানালো 'বালকদিন'

তাং - ১৪ ই নভেম্বর, গড়চিরোলী

১৪ ই নভেম্বর ২০২৫ রবীন্দ্র বিদ্যালয়ে জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বালকদিন উদ্‌যাপন করা হলো। এই দিনে সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকরা মিলে জওহরলাল নেহরুর প্রতিমায় মালা অর্পণ করে এবং বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিয়োগিতার মাধ্যমে বালকদিন মানালো।

শীতে পেয়ারা খেলে মিলবে উপকার

শীতে নিয়মিত পেয়ারা খাওয়ার প্রধান উপকার - রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় পেয়ারা ভিটামিন সি এর দারুণ উৎস। একটি পেয়ারায় কমলার চেয়েও বেশী ভিটামিন সি থাকে।

বই মেলা

বন্ধুরা, আসছে নতুন বইয়ের মেলা।
রকমারি ছবি, ছড়া আর গল্পে ভরা বই!

বই পড়ুন
জ্ঞান বাড়ান!

তারিখ :	স্থান :	সময় :
১৫ ই নভেম্বর থেকে ১৯ ই নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত	আমাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, রামনগর	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত

আবহাওয়া :

আজ গড়চিরোলীতে দিন ভর প্রধানত পরিস্কার বা আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০°C হবে এবং রাতের দিকে নেমে যাবে প্রায় ২২°C এ। বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই- আজ দিনের বেলায় আদ্রতা - ৫০%। বাতাস দক্ষিণ বা দক্ষিণ - পশ্চিমে বেশী থাকবে।

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা যাচাই করার জন্য ছোট-ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। • তোমরা কখনো নিমন্ত্রণ পত্র দেখেছো কি? • সূচনা পত্র পড়েছো কি? • বিজ্ঞাপন শব্দের অর্থ জানো কি? এ ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চর্চা করবেন। • সংবাদপত্রের প্রত্যক্ষ ছবি দেখিয়ে, সংবাদপত্র মানে কী? এটা বুঝিয়ে দেবেন।

কথাবার্তা

এসো শিখি

● বাম পাশের শব্দের সামনে ডান পাশের শব্দ মিলিয়ে বাক্য তৈরী করো।

১) বই মেলা	বালকদিন মানালো।
২) রবীন্দ্র বিদ্যালয়	বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ।
৩) পেয়ারা	জ্ঞান বাড়বে।
৪) বই পড়লে	ভিটামিন সি এর দারুণ উৎস।

● নীচের শব্দ দিয়ে একটি করে নতুন বাক্য লেখো।

ক) গল্প - ....

খ) বিদ্যালয় - ....

● বড় শব্দ থেকে ছোট শব্দ আলাদা করে লেখো।

যেমন : বইমেলা - বই, মেলা

ক) রূপকথা - .... খ) রবিবার - ....

গ) তালগাছ - .... ঘ) শিক্ষানীতি - ....

● নীচের ছবিটির বর্ণনা নিজের ভাষায় লেখো।

....
....
....
....

● পড়ো বোঝো ও লেখো।

১) দিনে সূর্য ও .... তারা দেখা যায়।

২) .... বলবো, মিথ্যা নয়।

৩) উপরে আকাশ ও .... মাটি আছে।

পড়ো, বোঝো ও বলো :

খবর হলো আমাদের চারপাশে কী ঘটছে তার তথ্য। আমরা টি.ভি., রেডিও, মোবাইল বা সমাচার-পত্রিকা থেকে খবর পাই। খবর পড়লে আমরা দেশের আবহাওয়া, খেলাধুলা, বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারি। খবর আমাদের জ্ঞান বাড়ায়। তাই প্রতিদিন ভালো খবর শোনা ও পড়া আমাদের জন্য উপকারী।

★ আমাদের জন্য খবর কে সংগ্রহ করে?

★ খবর মানে কী? আমরা কিসের মাধ্যমে খবর পাই?

★ খবর আমাদের জন্য উপকারী কেন?

১২ লালু

লালু ছিল খুব দুষ্টু, তবে মনটা ছিল একেবারে সোনার মতো।

সে গ্রামের সবার চেনা — কেউ বলত 'দুষ্টু লালু' কেউ বলত 'ভালো লালু'।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই লালু বাড়ির পেছনের মাঠে ছুটে যেত।

সে সেখানে ছোট ছেলেদের জড়ো করত, খেলা শুরু করত।

কখনো কানা-মাছি, কখনো লুকোচুরি, কখনো আবার নদীর ধারে কাদায় গড়াগড়ি।

মা বারবার বলতেন — "লালু এত দুষ্টুমি করিস না, জামা-কাপড় সব মাটি হয়ে গেল যে!"

লালু হেসে বলত — "মা-মাটিই তো, আমাদের মাটিতেই খেলতে ভালো লাগে!"

একদিন দুপুরে গ্রামের বুড়ো কাকা খুব কাঁদছিলেন । তাঁর একমাত্র গরু হারিয়ে গেছে। সবাই খুঁজছে, কিন্তু কোথাও গরু নেই। লালু বন্ধু বান্ধবদের

ডেকে বলল — "চলো চলো, আমরা খুঁজে বের করি!"

সারাদিন মাঠে-জঙ্গলে খুঁজে খুঁজে শেষমেশ লালু এক ঝোপের পাশে গরুটিকে দেখতে পেল।

গরুটা কাঁদছে, গলায় দড়ি জড়িয়ে গাছের ডালে আটকে গেছে। লালু একা একা খুব কষ্ট করে গাছের ডাল ভেঙে গলা ছাড়িয়ে দিল। তারপর গরুটিকে টেনে বুড়ো কাকার বাড়ি নিয়ে এলো।

বুড়ো কাকা লালুকে বুকে জড়িয়ে বললেন — "লালু, তুই সত্যিই ভালো, তোর মতো ছেলে গ্রামের গর্ব!" কাকি লালুকে মিষ্টি আর নারকেল নাড়ু খেতে দিলেন।

লালু খেতে খেতে হাসল আর বলল — "দুষ্টু হলেও কাজে লাগে বুঝলে কাকা।"

সেদিন থেকে সবাই লালুকে আর শুধু 'দুষ্ট লালু' বলত না - সবাই বলত — "লালু আমাদের গ্রামের বন্ধু!"

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। • ছবিগুলির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। • প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সূত্র ধরে ঘটনার ধাপ অনুযায়ী কথোপকথন করার অনুশীলন করাবেন। • শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় ঘটনাটির পাত্রগুলি বর্ণনা করতে বলবেন এবং নিজে লেখক হিসেবে অন্য গল্প বলতে বলবেন। • যতিচিহ্নগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচ্ছেদ সরব পঠন করার অনুশীলন করাবেন। • গল্পের মূলভাবনা দলগতভাবে আলোচনা করবেন। পাত্র বদল করে শিক্ষার্থীদের নতুন গল্প তৈরী করতে বলবেন।

কথাবার্তা

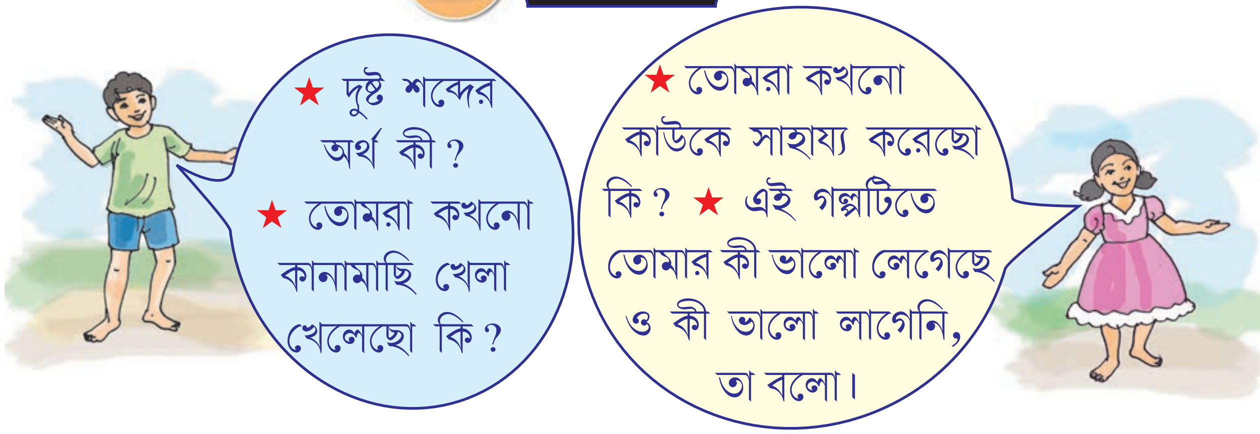

এসো শিখি

- **খালি জায়গায় নিজের শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরী করো।**

অ) আমি বড় হয়ে .... হবো। আ) আমার বাবা .... ।

ই) আমার গ্রামের নাম .... । ঈ) আমি .... খেতে ভালবাসি।

- **বোঝো ও লেখো।**

‘ক’ দিয়ে শুরু হয় এমন শব্দ

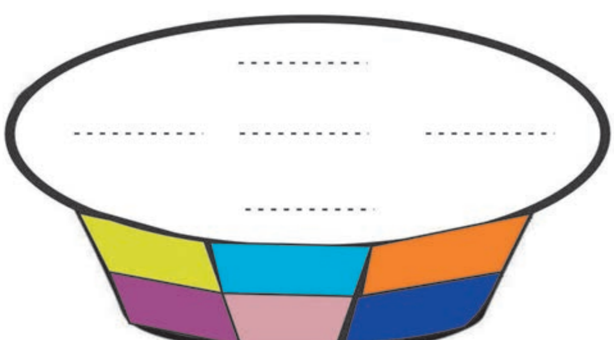

‘ল’ দিয়ে শেষ হয় এমন শব্দ

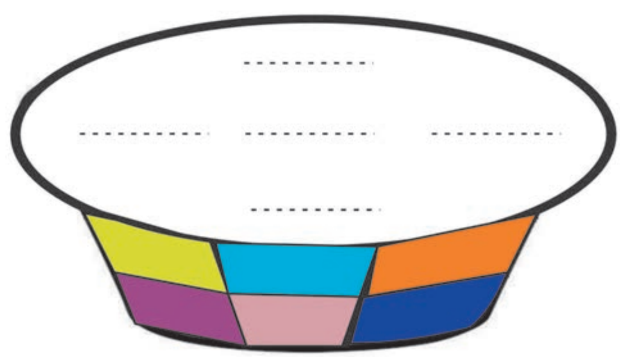

- **নীচের শব্দে (ঁ অথবা ং) সঠিক চিহ্নটি বসিয়ে আবার লেখো।**

১) চাদ - .... ২) এব - ....

৩) সিহ - .... ৪) দাত - ....

৫) অশ - .... ৬) হাস - ....

দেখো, বোঝো ও কৃতিকার্য করো :

১৩ কৃতি : প্রাণী যত্ন

● ফোঁটাগুলি জুড়ে ছবি আঁকো ও ছবিটির সম্পর্কে দুই-তিনটি বাক্য লেখো।

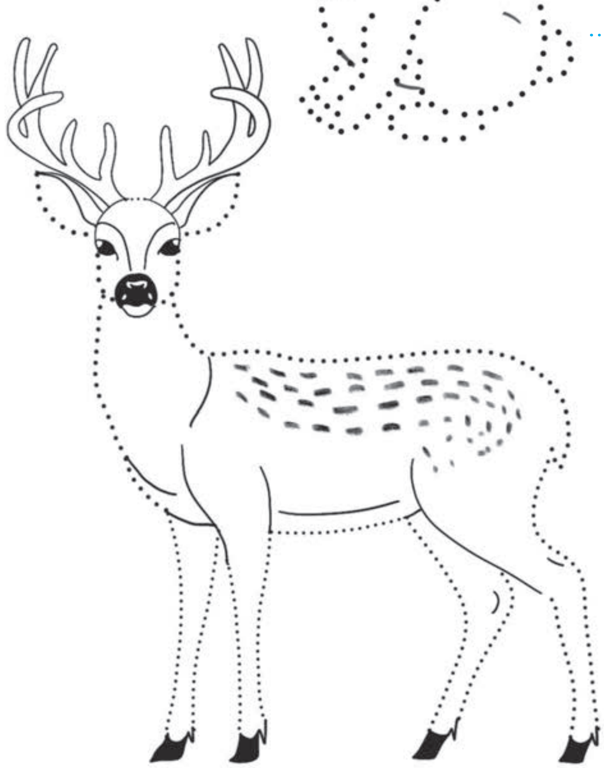

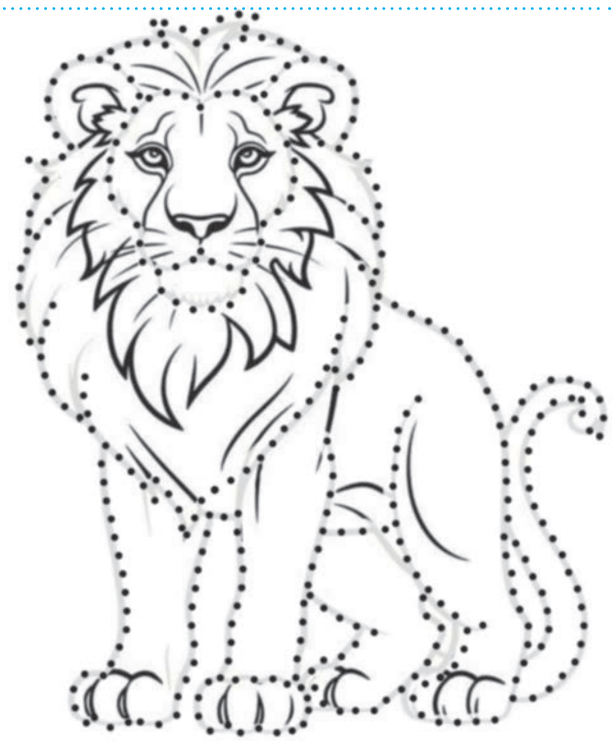

বন্য প্রাণী রক্ষা করা মানে প্রকৃতিকে রক্ষা করা। তারা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। তাদের প্রতি সদয় হওয়া এবং তাদের নিরাপদে বাঁচতে সাহায্য করা প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব **"প্রকৃতি বাঁচলে, মানবজাতিও বাঁচবে।"**

✩ প্রাণীর জন্য মানুষের কী দায়িত্ব রয়েছে?

✩ প্রকৃতি বাঁচলে কারা বাঁচবে?

পাঠন পরামর্শ : • কৃতি সম্পন্ন করার জন্য মৌখিক নির্দেশ দেবেন। • অন্য এই ধরণের কৃতি সম্পন্ন করার জন্য দলগত ভাবে অনুশীলন করাবেন। • দলনেতাকে মৌখিক নির্দেশ দিতে বলবেন।

শোনো ও বলো :

১৪ ঘুম ভাঙানি

মোহিতলাল মজুমদার

ফুটফুটে জোছনায়
জেগে শুনি বিছানায়,
বনে কারা গান গায়
ঝিমি-ঝিমি ঝুম-ঝুম।

চাও কেন পিটি-পিটি?
উঠে পড়ো লক্ষ্মীটি,
চাঁদ চায় মিটি মিটি
বন ভূমি নিঝ্‌ঝুম!

ফালগুনে বনে বনে
পরীরা যে ফুল বোনে,
চলে এসো ভাই বোনে
চোখ কেন ঘুম-ঘুম?

পাঠন পরামর্শ : • কবিতাটি উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি, ছন্দ ও তালসহ আবৃত্তি করে শোনাবেন। • এক একটি বা দুটি পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে শিক্ষার্থীদের অনুসরণ করতে বলবেন। • তারপর সম্পূর্ণ কবিতাটি একসঙ্গে আবৃত্তি করতে বলবেন এবং কবিতাটির ভাবার্থ অনুমান করতে বলবেন। • কবিতা অনুসারে এক কথায় উত্তর হয় এমন ধরণের প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। • কবিতাটির ভালো লাগা লাইনটির কারণ জিজ্ঞাসা করবেন।

কথাবার্তা

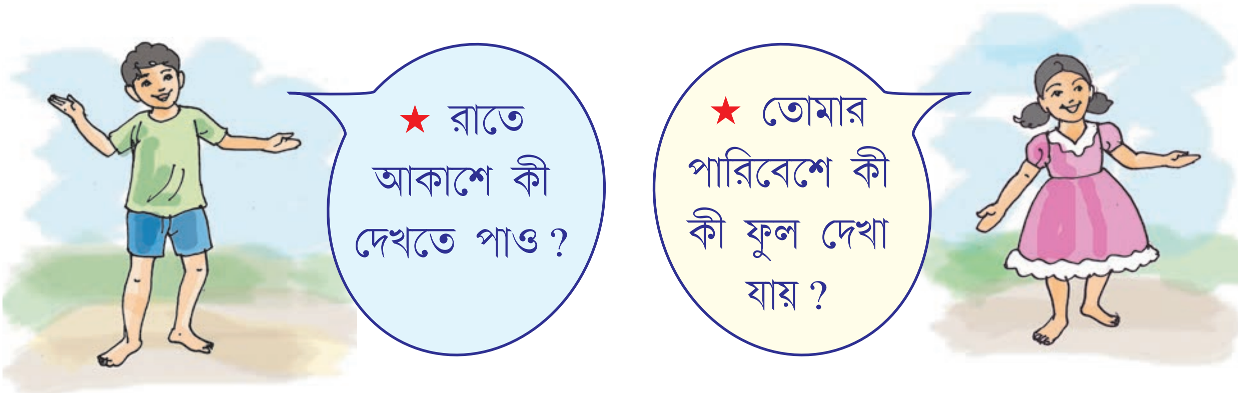

এসো শিখি

- **মিলযুক্ত শব্দ লেখো।**

১) টংটং - .... ২) ছন ছন - ....

- **অভিধান ব্যবহার করে সমার্থক শব্দ লেখো।**

১) চাঁদ = ... ২) ভূমি = ...

৩) চোখ = ... ৪) ফুল = ...

- **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

১) ফালগুনে পরীরা কী করে ?

....

২) চাঁদ কেমনভাবে চায় ?

....

৩) তোমার জানা একটি বন-ফুলের নাম লেখো।

....

● সংলাপ লেখো : মা এবং ছেলে।

মা : ....

ছেলে: ....

মা : ....

ছেলে: ....

● নীচে কিছু বর্ণ দেওয়া আছে। এই বর্ণগুলি দিয়ে ফুলের নাম গঠন করো।

বে	কে	ত	কী	শি
লী	যু	থি	কা	উ
ক	ট	╳	মা	লি
দ	গ	জ	ল	গাঁ
ম	র	বা	তী	দা

....

....

....

....

....

....

....

....

● ঘটনাগুলির ক্রমানুসারে নম্বর দাও।

রাজু :

☐ সকালে ঘুম থেকে ওঠে।

☐ ব্রাশ করে।

☐ খাবার খায়।

☐ পড়তে বসে।

☐ ঘুমিয়ে পড়ে।

☐ স্কুলে যায়।

☐ স্নান করে।

পাঠন পরামর্শ : • যুক্ত বর্ণের সঠিক উচ্চারণ করার অনুশীলন করাবেন। • সরল গান, ছড়া কিংবা কবিতা তৈরী করার অনুশীলন করাবেন। • ছোটো সংলাপ লেখার সুযোগ দেবেন। • সংলাপের পাত্র পরিবর্তন করে সংলাপ তৈরী করার অনুশীলন করাবেন। • সূত্রধরে ঘটনা অনুযায়ী ক্রম বলার সুযোগ দেবেন। অন্য ঘটনার ক্রম নির্ণয় করার অনুশীলন করাবেন।

● সরব পঠন করো ও বোঝো।

সূর্য → দিবাকর, প্রভাকর, রবি, তপন

● নীচের ফাঁকা জায়গায় অক্ষর লিখে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরী করো।

ক .... ম	ক .... স	স .... ল
ন .... ন	য .... জ	অ .... র
স .... জ	ট .... র	ত .... ন

● সমান আকার বস্তুগুলির নাম বলো।

দেখো, বলো ও লেখো :

✽ দিক

● ছবি দেখো ও দিকের নাম লেখো।

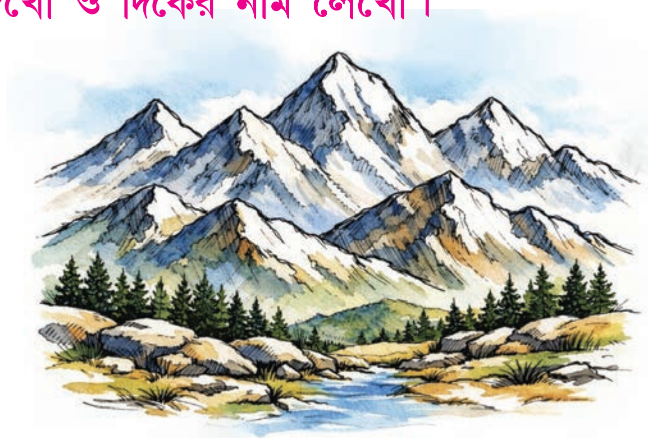

....

....

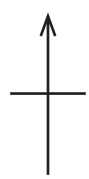

....

....

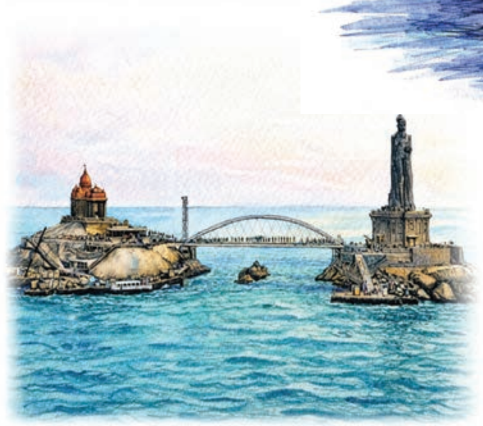

....

....

....

....

....

....

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের ছবিগুলির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করাবেন। • ব্যক্তিগত ভাবে ছবির বর্ণনা করাবেন। • ছবিগুলির ক্রম বলে ছোট-ছোট বাক্য লিখতে বলবেন। • চারটি দিকের উপর চর্চা করবেন। • প্রতিটি ছবির উপর দুটি করে বাক্য বলতে বলবেন। • এরকম অন্য ছবি দেখিয়ে দু-তিনটি বাক্য লিখিয়ে নেবেন।

পড়ো ও বোঝো :

১৫ বানর ও কলার খোসা

এক দিন এক বানর কলা খেতে খেতে খুব মজা করছিলো।

বানর কলার খোসা রাস্তায় ফেলে দিলো।

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের ছবি পর্যবেক্ষণ করে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগ দেবেন। • শিক্ষার্থীদের গল্প তৈরী করার জন্য কিছু তথ্য দেবেন এবং তার উপর ভিত্তি করে নিজের ভাষায় ছোট গল্প তৈরী করতে বলবেন। • এধরণের শিশুসাহিত্য পড়ার জন্য শিশুদের পাঠাগারে নিয়ে যাবেন ও অন্য গল্পের বই পড়ার সুযোগ করে দেবেন।

শোনো ও বলো :

১৬ লেখা পড়া

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

লেখা পড়া করে যেই
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।

লেখা পড়া যেই জানে
সব লোক তারে মানে।

কটু ভাষী নাহি হবে
মিছা কথা নাহি কবে।

পর ধন নাহি লবে
চিরদিন সুখে রবে।

পিতা মাতা গুরু জনে
সেবা কর কায় মনে।

পাঠন পরামর্শ : • উপলব্দ ডিজিটাল উপকরণের দ্বারা সম্পূর্ণ কবিতাটি শ্রবণ করাবেন। • শিক্ষক নিজে উপযুক্ত ভাবভঙ্গিসহ কবিতার প্রথম স্তবক, দ্বিতীয় স্তবক, তৃতীয় স্তবক... এই ধাপের অনুসরণ করে দলগত ভাবে আবৃত্তি করাবেন। • যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত ভাবে আবৃত্তি করতে পারে এর জন্য যথেষ্ট সময় ও সুযোগ দেবেন। • কবিতাটির ভালো লাগা তথ্য জিজ্ঞাসা করবেন এবং তার কারণ জিজ্ঞাসা করবেন। কবিতাটির ভাবার্থ অনুমান করতে বলবেন।

কথাবার্তা

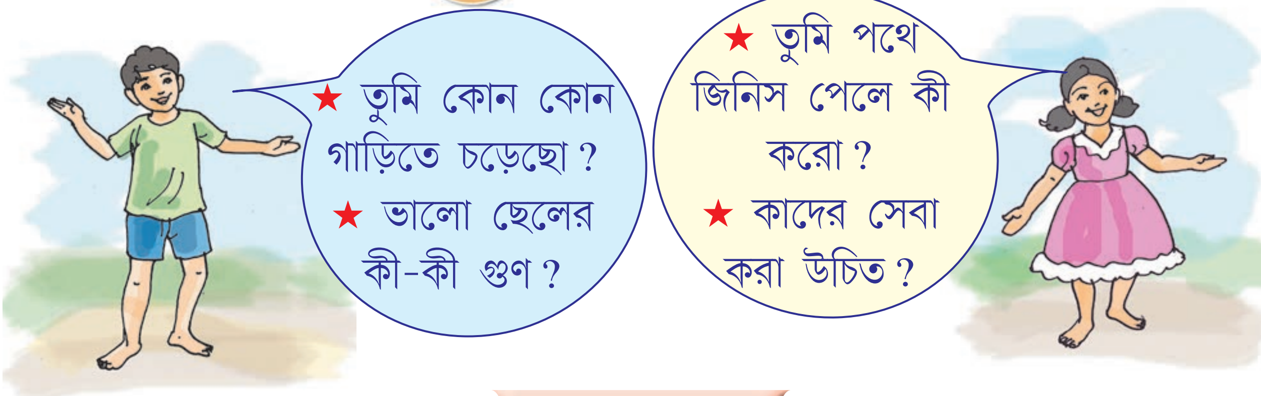

এসো শিখি

● কৃতি পূর্ণ করো।

লেখা পড়া শেখার লাভ

....

....

....

....

● ছবি দেখে নিজে কবিতা বানাও।

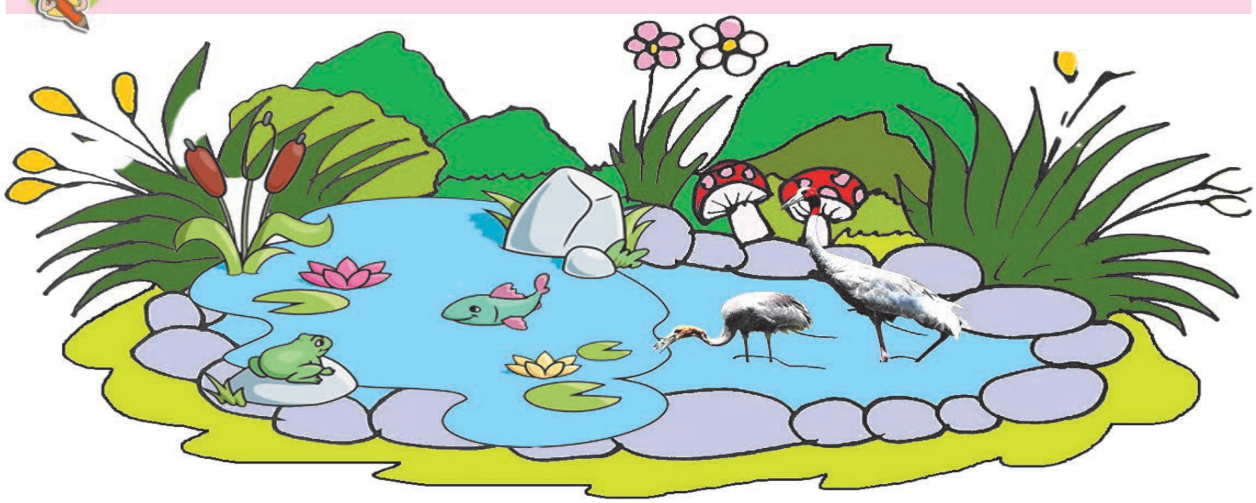

....

....

....

....

....

....

কবিতা থেকে কী শিখলাম ?

আমি শিখেছি যে,..

....

....

....

....

সমার্থক শব্দ লেখো।

১) ঘোড়া = ... ২) মিছা = ...

৩) কায় = ... ৪) সেবা = ...

নীচের ছবিটি পর্যবেক্ষণ করো ওবং গ্রন্থাগার সম্পর্কে চর্চা করো।

পড়ো, বোঝো ও বলো :

লেখাপড়া শেখা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। লেখাপড়া করলে আমরা বই থেকে নতুন কিছু শিখতে পারি। প্রতিদিন পড়াশোনা করলে আমরা নতুন তথ্য জানতে পারি। লেখাপড়া আমাদের ভালো মানুষ হতে সাহায্য করে। নিয়মিত পঠন করলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

★ নতুন তথ্য জানার জন্য কী করতে হবে ? ★ নিয়মিত পঠন করলে কী হয় ?

★ লেখাপড়া কেমনভাবে ভাল মানুষ হতে সাহায্য করে ?

পাঠন পরামর্শ : • প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট সময় দেবেন। • কর্মপত্র তৈরী করে দলগত ভাবে কৃতিগুলি সম্পূর্ণ করাবেন। • শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগারে বইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাখতে বলবেন।

পড়ো ও বোঝো :

১৭ আমাদের উৎসব

উৎসব মানুষের জীবনে আনন্দ নিয়ে আসে। বছরের বিভিন্ন সময়ে আমরা নানা ধরণের উৎসব পালন করি। উৎসব আমাদের সমাজ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের অংশ। যে বিশেষ দিনে মানুষ একসাথে থাকে, বিশেষ খাবার খায় এবং নানা অনুষ্ঠান করে সেই দিনটিকে উৎসব বলা হয়।

আমাদের কয়েকটি প্রধান উৎসব যেমন –

দীপাবলি : দীপাবলি হলো হিন্দুদের প্রধান উৎসব – যাকে আলোর উৎসব বলা হয়। এই দিনে দীপ জালিয়ে, রঙ্গোলি এঁকে এবং আলো দিয়ে চার পাশ সাজিয়ে আনন্দ উদ্‌যাপন করা হয়। কার্তিক মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং এই দিনে আতশবাজি জালিয়ে আনন্দ করা হয়। অন্ধকারের উপর আলো ও অসত্যের উপর সত্যের বিজয় হলো দীপাবলির মূলবার্তা।

পৌষ পার্বণ : পৌষ মাসের শেষে পালিত হয় পৌষ পার্বণ। এটি মূলত নতুন ধান কাটার আনন্দে উদ্‌যাপিত একটি লোকউৎসব। কৃষক পরিবারে নতুন ধান ঘরে ওঠার পর সবাই মিলে মিশে পিঠে পুলি বানায়। নতুন চাল, গুড় ও খেজুরের রস দিয়ে বিশেষ খাবার প্রস্তুত করা হয়। এই সময়ে গ্রামে-গ্রামে নবান্ন উৎসব পালন করা হয়। আত্মীয় ও প্রতিবেশীর সঙ্গে একসাথে নানা খাবার খায়।

হোলি : হোলি হলো আমাদের দেশের আনন্দময় রঙের উৎসব। এই দিনে ছোট-বড়ো সবাই একে অপরকে রঙ, আবির ও জলরঙ মেখে আনন্দ করে। এটি বসন্ত ঋতুর আগমনী উৎসব হিসেবেও পরিচিত। হোলি আনন্দ, বন্ধুত্ব ও মিলনের উৎসব।

পয়লা বৈশাখ : পয়লা বৈশাখ হলো বাংলা বছরের প্রথম দিন। এই দিনটিকে বাংলা নববর্ষ বলা হয়। এটি বাঙালির অন্যতম ঐতিহ্যবাহী আনন্দময় উৎসব। এই দিন সবাই নতুন পোশাক পরে, শুভেচ্ছা বিনিময় করে। ঘরে ঘরে বিশেষ খাবার রান্না হয়। শিশু, কিশোরেরা গান, নৃত্য ও কবিতা আবৃত্তি করে, নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয় মঙ্গল শোভা যাত্রা বের হয়।

কথাবার্তা

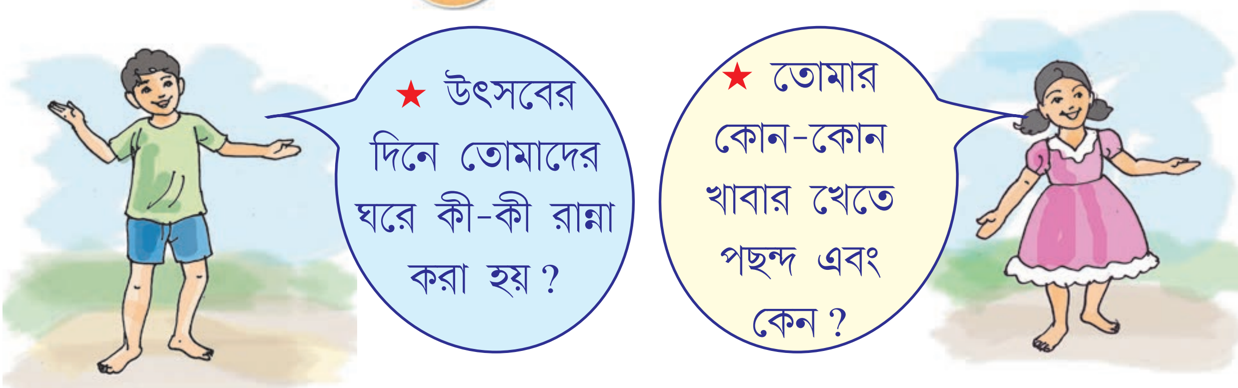

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। • ছবির বিষয়ে আলোচনা করতে বলবেন। • ছবিতে কী-কী দেখা যাচ্ছে এসম্পর্কে ছোট-ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। • বিভিন্ন সময়ের উৎসবের তথ্য বুঝিয়ে বলবেন। • উৎসবের মহত্ত্ব কী? সে সম্পর্কে চর্চা করবেন। প্রতিটি ছবির উপর দুটি করে বাক্য বলতে বলবেন। • শিক্ষার্থীদের উৎসব সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগ দেবেন। • পাঠ্যাংশটি ব্যক্তিগতভাবে সরব পঠন করাবেন।

- ছোট ছোট বাক্য শোনো ও লেখো।

১) .... ২) ....

৩) .... ৪) ....

- দীপাবলিতে মানুষ কী-কী করে? সেই সম্বন্ধে ২ থেকে ৩টি বাক্য তোমার নিজের ভাষায় লেখো।

....

- হোলির দিনে তুমি যা-যা করো তা তোমার নিজের ভাষায় লেখো।

....

পড়ো, বোঝো ও বলো :

উৎসব আমাদের জীবনে অনেক আনন্দ নিয়ে আসে। আমরা উৎসবে নতুন জামা পরি, ভালো খাবার খাই এবং সবাই মিলে আমোদ করি। দীপাবলি, দুর্গাপূজা, ঈদ, পয়লা বৈশাখ- এগুলি আমাদের দেশের বড় উৎসব। এই দিনে আমরা পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাই।

★ উৎসব আমাদের জীবনে কী নিয়ে আসে?
★ আমরা কী-কী উৎসব পালন করি?
★ উৎসবের দিনে আমরা কী করি?

দেখো, বোঝো ও কৃতি করো :

১৮ কৃতি : পতাকা

সামগ্রী :

শক্ত সুতো

আঠা

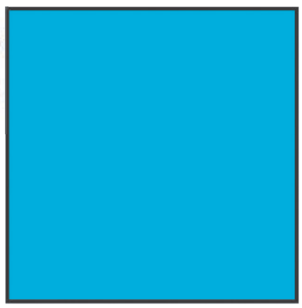

চারকোনা কাগজ

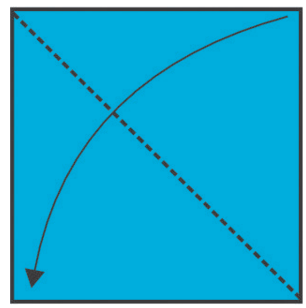

উল্টো কোনা দুটিকে জুড়ে ভাঁজ করো।

বড়োদের সাহায্যে কাঁচি দিয়ে কাটো।

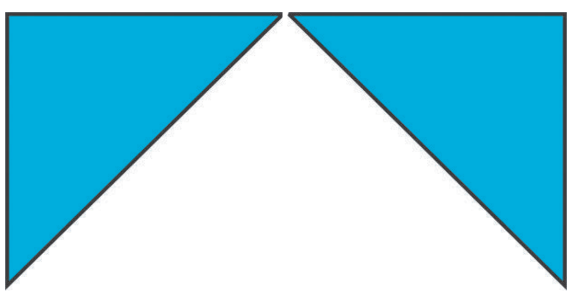

কাটা-পতাকাগুলি সুতার উপর লাগাও।

কৃতি :

(১) আলাদা-আলাদা রঙিন চারকোনা কাগজ নাও।

(২) কাগজের উল্টো কোনা জুড়ে ভাঁজ করো।

(৩) কাগজের ভাঁজ কাঁচি দিয়ে কাটার জন্য বড়োদের সাহায্য নাও।

(৪) কাগজের উপরের অংশে আঠা লাগাও।

(৫) এবার পতাকাগুলি শক্ত সুতোর উপর লাগাও।

(৬) আলাদা-আলাদা রঙের পতাকা একের পর এক লাগাও।

(৭) এখন দেখো! পতাকা তৈরী হয়ে গেলো।

পাঠন পরামর্শ : • প্রদত্ত পাঠের ধারণা পড়ে শোনাবেন। • পতাকা বানানোর পদ্ধতি যথাক্রমে চর্চা করবেন। • শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে পতাকা তৈরী করাবেন। • পতাকা দিয়ে বিদ্যালয় সাজাবেন। • কাগজ দিয়ে অন্য কৃতি করার সময় আয়তক্ষেত্র, বর্গ, ত্রিভুজ ও বৃত্ত এধরণের জ্যামিতিয় তথ্য স্পষ্ট করবেন। • এধরণের কৃতি দিয়ে শ্রেণীকক্ষ সাজানোর অভ্যাস করাবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের সংস্কার গ্রহণ করে।

পড়ো ও বোঝো :

১৯ আমার গ্রাম আমার দায়িত্ব

দাদু : অমিত, তুমি আজ বিদ্যালয়ে যাওনি কেনো ?

অমিত : আজ আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। তাই বিদ্যালয়ে যাওয়া হলো না।

দাদু : এই গ্রামের রাস্তাঘাটে এত আবর্জনা যার জন্য রোগ বেড়ে চলেছে।

অমিত : ঠিক বলেছ দাদু। আগে এত ময়লা ছিল না। এখন সবাই যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলে দিচ্ছে।

দাদু : হ্যাঁ ভাই, প্লাস্টিকের বোতল, খাবারের প্যাকেট, কাগজ সবই পড়ে থাকে, এতে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে।

অমিত : শুধু পরিবেশই নয়, আমাদের ও শিশুদের স্বাস্থ্য প্রায়ই অসুস্থ হচ্ছে।

দাদু : আমরা কি একটি **"পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান"** আয়োজন করতে পারি না?

অমিত : পারি না কেন? আমি মনে করি আমার বন্ধুদের নিয়ে একটি দল গঠন করা উচিত।

দাদু : ঠিক বলেছ। শুধুমাত্র তোমার বন্ধু নয়, বিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীদেরও দলে নিয়ে সচেতন করতে পারি। তাদের মধ্যে থেকে অনেকেই উৎসাহী হবে।

অমিত : গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহায্য নিলে আরও ভালো হয়। তাদের সাহায্যে ভিজে ও শুকনো ময়লা ফেলার জন্য ডাস্টবিন বসানো যাবে। তাহলে মানুষ যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলবে না।

দাদু : চলো তাহলে এই রবিবার একটি সভার আয়োজন করি। সবাই মিলে আলোচনা করি, কীভাবে কাজটি শুরু করা যায়।

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদেরকে সংলাপ ভাগ করে দেবেন। চরিত্রের সংলাপ অনুযায়ী বিষয়টি বুঝিয়ে দেবেন। • সংলাপের অনুশীলন ভঙ্গিও আবেগের সাথে করাবেন। হাঁটা-চলা, হাতের ভঙ্গি, চোখের চাউনি, অনুশীলন করাবেন। • বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বা শ্রেণীকক্ষে সংলাপটি উপস্থাপন করাবেন। • পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার তথ্য সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করতে বলবেন। • এধরণের ছোট সংলাপ তৈরী করতে বলবেন।

এসো শিখি

- **এক কথায় উত্তর বলো।**

ক) তোমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত কী কী সেবা প্রদান করে?

খ) পরিবেশ দূষিত হলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

গ) পরিবেশ কী কী কারণে দূষিত হয়?

ঘ) সভার আয়োজন কি বারে করা হবে?

- **ভিজে ও শুকনো আবর্জনার তালিকা তৈরী করো।**

কাগজ, ভাত, ডাল, কাঁচের টুকরা, ফুল, প্লাষ্টিক, পাতা, ডিমের খোসা, ধুলো, তরকারির খোসা, ফলের খোসা।

- **নীচে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর লেখো।**

ক) অমিত কেন বিদ্যালয়ে গেলো না?

....

....

খ) পরিবেশ দূষিত হলে কী কী রোগ হতে পারে?

....

....

গ) তোমাদের ঘরের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কীভাবে করো?

....

....

● প্রতিটি ছবির উপর চর্চা করে ছবি সম্পর্কে একটি বাক্য লেখো।

....

....

....

....

কথাবার্তা

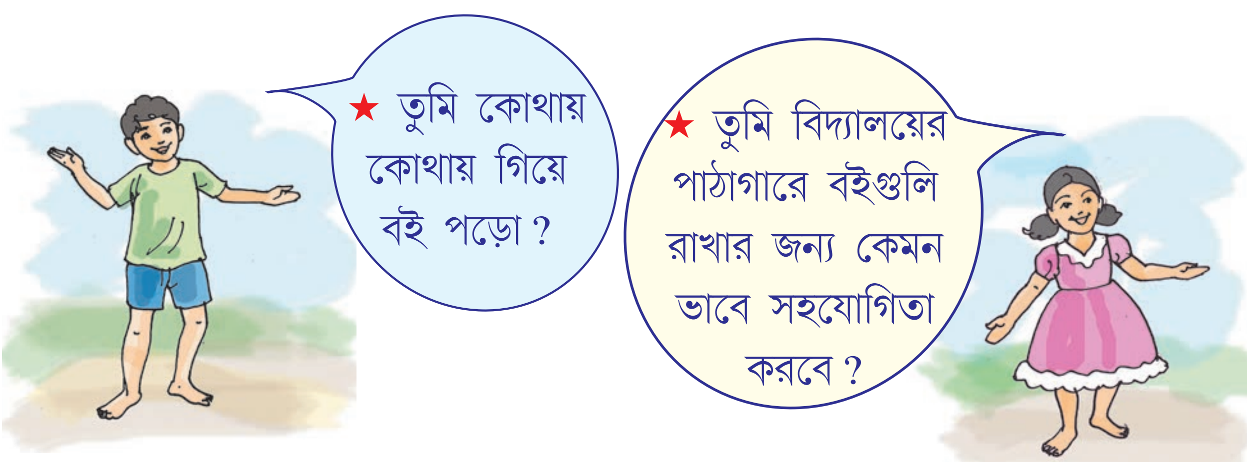

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের ছবি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন এবং ছবির সম্পর্কে চর্চা করবেন। • প্রতিটি ছবিকে ভিত্তি করে ব্যক্তিগতভাবে বাক্য লেখার সুযোগ দেবেন। • শিক্ষার্থীদের যে কোন দুটি চরিত্র দিয়ে গল্প লেখার জন্য উৎসাহিত করবেন।

শোনো ও বলো :

২০ স্বাধীনতার সুখ

রজনীকান্ত সেন

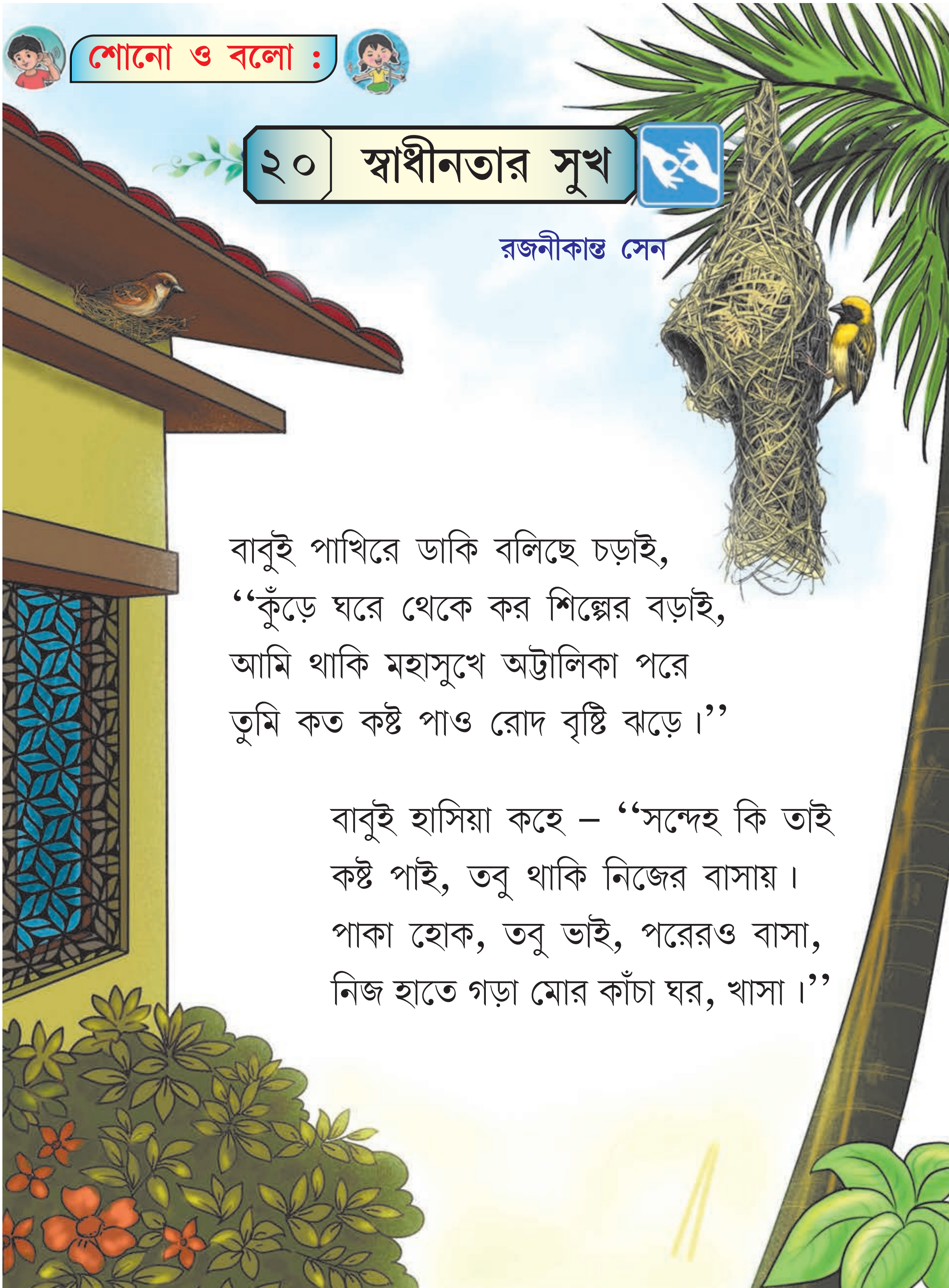

বাবুই পাখিরে ডাকি বলিছে চড়াই,
“কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই,
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ বৃষ্টি ঝড়ে।”

বাবুই হাসিয়া কহে – “সন্দেহ কি তাই
কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায়।
পাকা হোক, তবু ভাই, পরেরও বাসা,
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা।”

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষক অঙ্গভঙ্গির সহিত এবং তাল ও সুরে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। • এক এক বা দুই দুই পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে শিক্ষার্থীদের অনুসরণ করতে বলবেন, তারপর সম্পূর্ণ কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। • কবিতাটির ভাবার্থ অনুমান করতে বলবেন। ছবিতে কী কী দেখা যায় তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন। কবিতার পাঠ্য অনুসারে ‘এক কথায় উত্তর হয় এমন ধরণের প্রশ্ন তুলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চর্চা করবেন। • কবিতাটির ভালো লাগা লাইনটি জিজ্ঞাসা করে এবং তার কারণসহ চর্চা করবেন।

কথাবার্তা

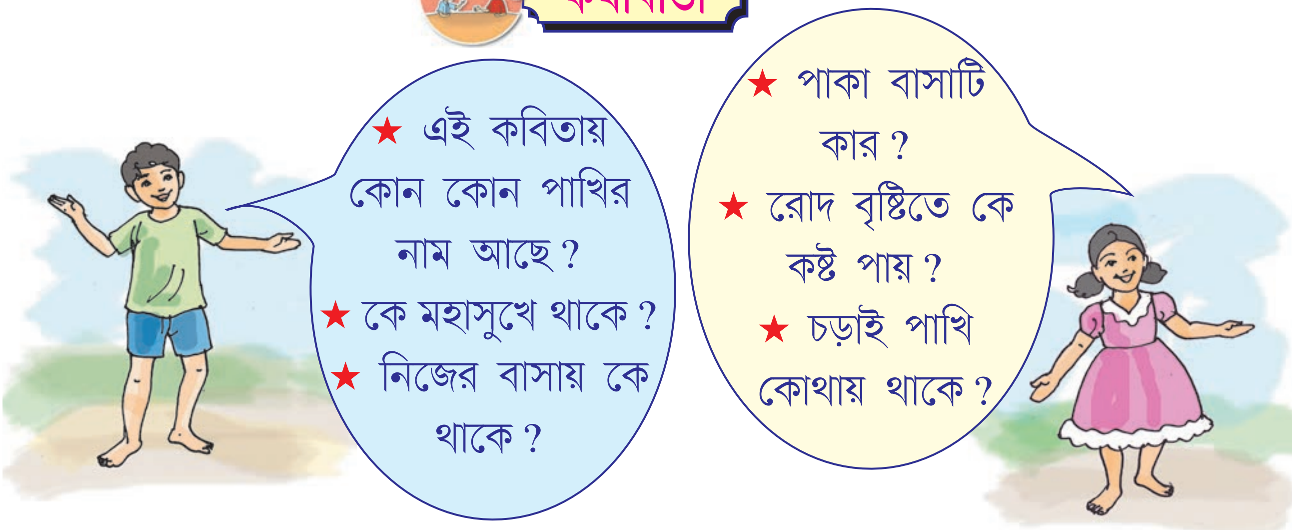

এসো শিখি

- **নীচে দেওয়া শব্দের মিলযুক্ত শব্দ লেখো।**

১) তাই - .... ২) ডাকি - ....

৩) মোর - .... ৪) হাসি - ....

- **উচিত বাক্যটির সামনে (✓) এবং অনুচিত বাক্যটির সামনে (✗) চিহ্ন দাও।**

১) বৃষ্টিতে ছাতা ছাড়া বাইরে যাবে। ☐

২) প্রতিদিন যোগাভ্যাস করবে। ☐

৩) রৌদ্রে ঘুরে বেড়াবে। ☐

৪) বিদ্যালয়ের কাজ করবে। ☐

- **এসো অভিধানে অর্থ খুঁজি।**

১) অট্টালিকা - .... ২) কুঁড়েঘর - ....

৩) শিল্প - .... ৪) গড়া - ....

● নীচের শব্দগুলি নির্ভুলভাবে পড়ো।

১) ঠনঠন ২) ছপছপ ৩) টিকটিক ৪) ঝমঝম

● ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে তা নিজের ভাষায় লেখো।

● ছোট ছোট বাক্য শোনো ও লেখো।

১) ২)

৩) ৪)

৫) ৬)

● এক কথায় নাম লেখো।

যেমন : বুলবুল, টিয়া, চড়াই, কবুতর - পাখি

১) গরু, হাতি, কুকুর, ছাগল -

২) আলু, ফুলকপি, লাউ, টমেটো -

৩) ধুতি, শাড়ী, প্যান্ট, জামা -

৪) লিচু, জাম, কাঁঠাল, আম -

শোনো, বোঝো ও পড়ো :

২১ চাপরালা অভয়ারণ্য

চাপরালা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। এটি মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলী জেলার চামোর্শী তহশীলে অবস্থিত। এটি একটি বড়ো জঙ্গল, যার ক্ষেত্রফল ১৪০ বর্গ কিলোমিটার।

এই জঙ্গলে আছে- অনেক ঘাস, বড়ো গাছ, লতাপাতা, রঙিন ফুল, ঔষধি গাছ ও সেগুন গাছ। তাই এই বন দেখতে অনেক সুন্দর। এখানে থাকে অনেক রকমের বন্য প্রাণী – বাঘ, চিতাবাঘ, ভল্লুক, বন্য কুকুর, হরিণ, সাম্বর ইত্যাদি।

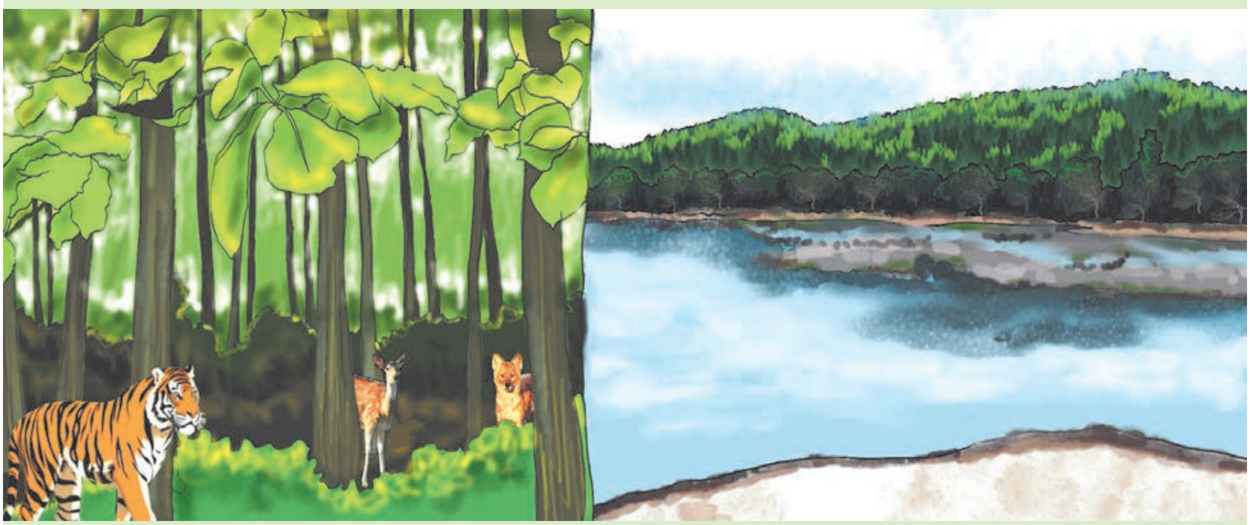

এই জঙ্গল হলো প্রাণহিতা ও বৈনগঙ্গা নদীর সঙ্গম স্থলে। এখানে কার্তিক স্বামী মহারাজের আশ্রম ও মন্দির আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে বৈনগঙ্গা নদী, উত্তরে মারকাণ্ডা মন্দির ও পেডিগুড্ডাম পাহাড়। এই বনের কাছাকাছি বয়ে চলে প্রাণহিতা নদী।

বন দেখতে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় হলো – ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস। বনের পথে চলার সময় রাস্তার পাশে সাইনবোর্ড রয়েছে। তাতে আছে বিভিন্ন পশুপাখির ছবি। আর লেখা আছে **‘গাড়ির গতি ২০ কিলোমিটার/প্রতিঘন্টা’** – যাতে বন্য প্রাণীরা ভয় না পায়।

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের ছবি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। • প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতিটি অনুচ্ছেদ সরব পঠন করার জন্য সুযোগ দেবেন। বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন তৈরী করার অনুশীলন করাবেন। • অভয়ারণ্য শব্দটির অর্থ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দেবেন এবং শ্রেণীকক্ষে চর্চা করবেন। • অভয়ারণ্য তৈরী করার উদ্দেশ্য এবং লাভ এবিষয়ে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করবেন।

কথাবার্তা

★ চাপরালা অভয়ারণ্যের ক্ষেত্রফল কতোটা ?
★ চাপরালা অভয়ারণ্যের পাশে কোন নদীটি প্রবাহিত ?

★ বনের কাছাকাছি কোন নদী বয়ে চলে ?
★ এই বনে কোন মহারাজের মন্দির আছে ?

এসো শিখি

● নীচের ছবিটি দেখে পালিত ও বন্য প্রাণীর তালিকায় আলাদা করে নাম লেখো।

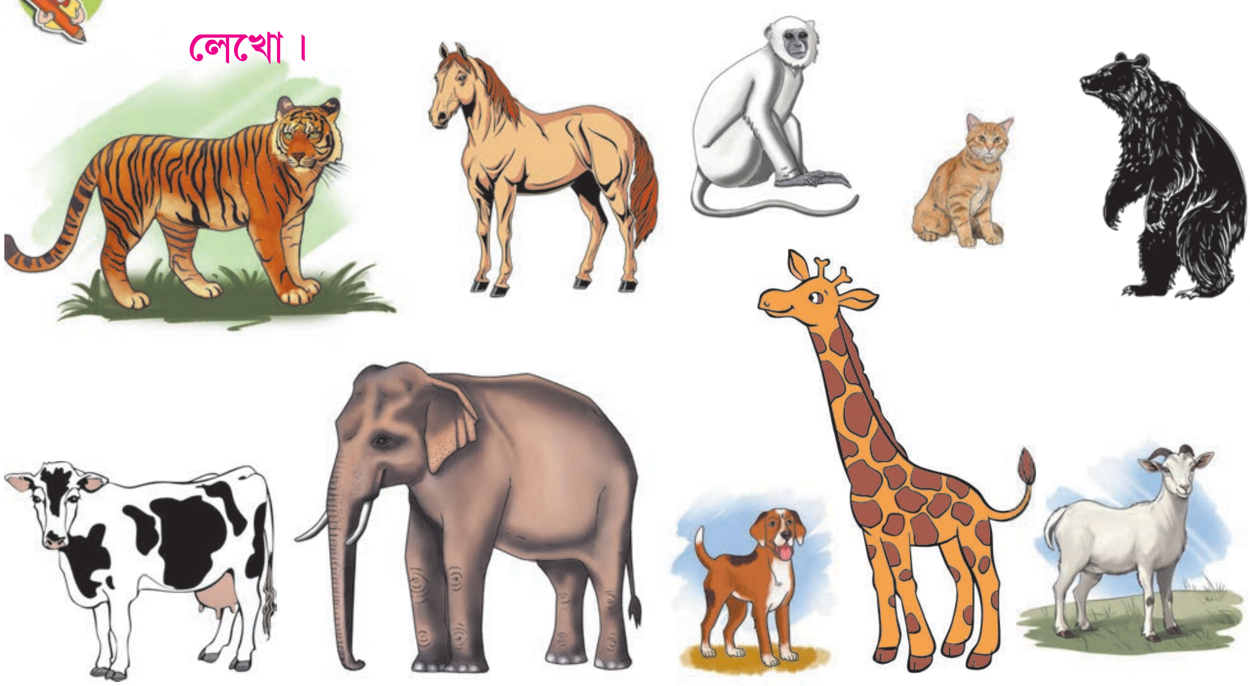

পালিত প্রাণী	বন্য প্রাণী
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....

পুনরাবৃত্তি - ৩

- নীচের সাইনবোর্ড পড়ো।

গাছ লাগাও,
সবুজ বাড়াও।

দূষণমুক্ত বাতাস,
সবার অধিকার।

প্রতিটি ফোঁটা মূল্যবান,
জল অপচয় বন্ধ করো।

পশুদের প্রতি সদয় হয়ে,
তাদের জীবন রক্ষা করো।

- নীচের শব্দ থেকে অমিল শব্দ বেছে লেখো।

১) বই, খাতা, কলম, গাছ - ....

২) সন্দেশ, চেয়ার, গজা, জিলাপী- ....

৩) ফুল, চোখ, হাত, পা - ....

৪) হাঁস, বিড়াল, কলা, মাছ - ....

- ছবি দেখে বোঝো এবং সঠিক বর্ণ লিখে শব্দ বানাও।

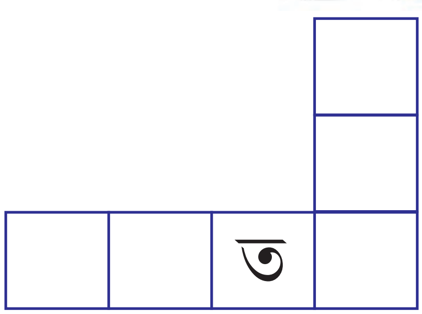

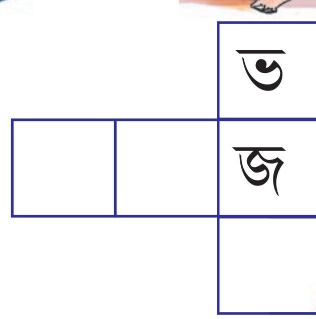

পূর্বানুভব - দেখো ও বোঝো :

আমাদের ফসল

চতুর্থ বিভাগ

- নীচের ছবিগুলি দেখো ও তার সম্বন্ধে ২টি করে বাক্য লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

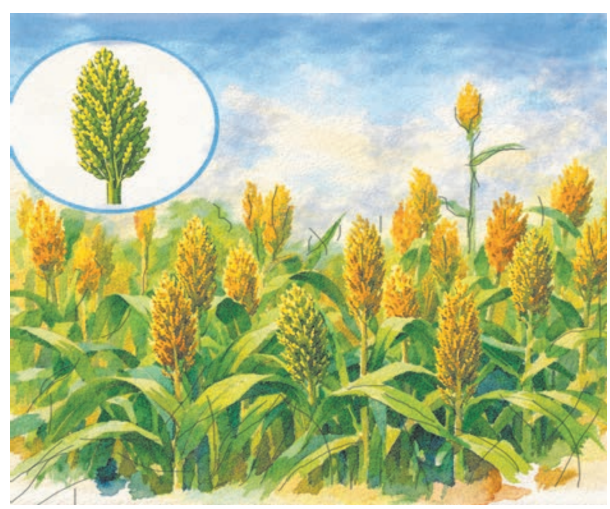

....

....

....

....

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। ছবির বিষয় আলোচনা করবেন। • ছবিতে কী-কী ফসল দেখা যাচ্ছে? • কোন ঋতুতে ধান ফলানো হয়? ভুট্টা কোন সময় ভালো ফলে? • কোন ফসলের জন্য জল বেশি দরকার হয়? • কাপাসের জন্য কেমন জমির প্রয়োজন এ ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ছাত্রদের সাথে চর্চা করবেন।

দেখো ও পড়ো :

২২ সহায়তা

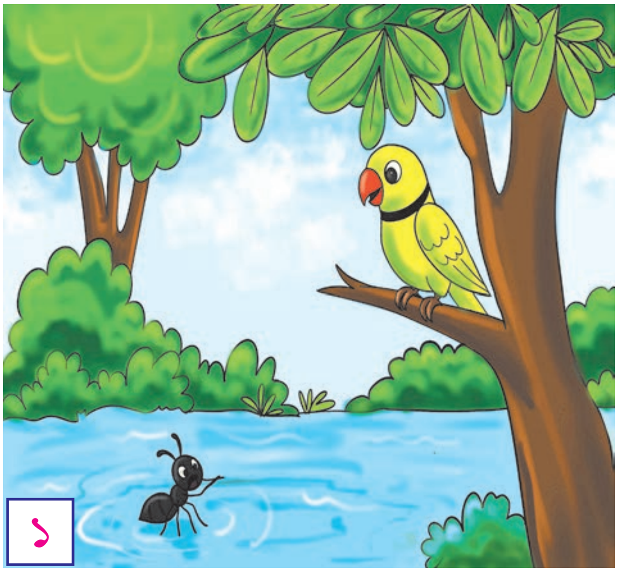

একটি জঙ্গল ছিল। সেখানে গাছে একটি তোতা পাখি বসেছিল।

সে সামনে নদীতে ভেসে যাওয়া একটি পিঁপড়েকে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে একটি পাতা ছিড়ে জলে ফেলল।

পাতাটি জলের উপর ভেসে উঠল। পিঁপড়েটি তার উপর বসে পড়ল।

পিঁপড়েটির প্রাণ রক্ষা পেল। সে তোতাকে ধন্যবাদ জানালো।

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের দিয়ে ছবিগুলি মনোযোগসহ পর্যবেক্ষণ করাবেন। • ছবিতে দেওয়া বাক্যগুলি সঠিক উচ্চারণ ও স্বরভঙ্গিসহ পড়তে দেবেন। • ছবিগুলি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে উৎসাহিত করবেন। • এভাবে আরও কিছু চিত্রভিত্তিক গল্প সরবরাহ করবেন। • শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও ভাষাগত দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন। • শিক্ষার্থীদের নিজে লেখক হয়ে এধরণের অন্য গল্প তৈরী করতে বলবেন।

একদিন তোতাপাখি পেয়ারা খাচ্ছিল। একটি ছেলে সেখানে এলো।

ছেলেটি তোতাপখিটিকে দেখল। সে খুব জোরে হাততালি দিল।

পিঁপড়েটি ছেলেটিকে দেখল। সে ছেলেটির পায়ে কামড় দিল।

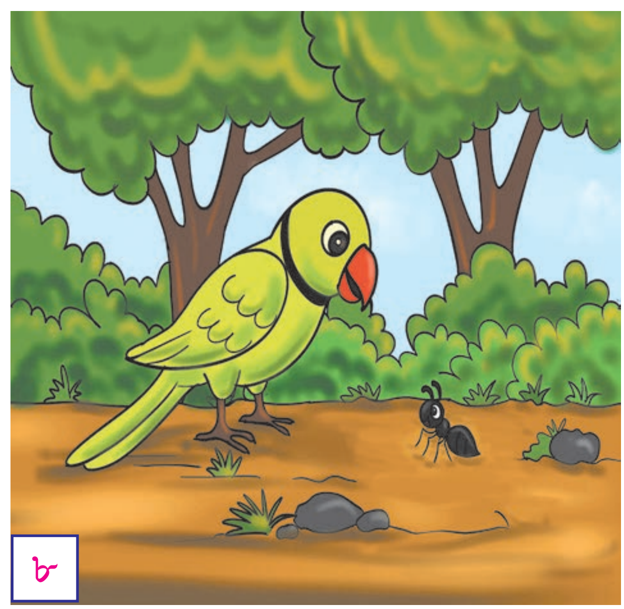

ছেলেটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। তোতাপাখি পিঁপড়েটিকে ধন্যবাদ জানালো।

- **শিক্ষা : "বিপদের সময় একে অপরকে সাহায্য করা উচিত।"**

পাঠন পরামর্শ : • গল্পের ঘটনাক্রম বুঝে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। • গ্রন্থাগার থেকে চিত্রকথার বই এনে দেবেন। • প্রতিটি শিক্ষার্থীকে চিত্রকথা দেখে অনুমান করে সেই গল্পটি বলার জন্য উৎসাহিত করবেন। গল্প নিয়ে ছোট ছোট বাক্য ঠিক ভাবে লিখতে দেবেন। • শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করবেন। • উপরের চিত্রগল্পের ভিত্তিতে এক দলকে প্রশ্ন করে অন্য দলকে উত্তর দিতে বলবেন। • এরপর গল্পটি নিয়ে আলোচনা করবেন। • গল্পটি কেমন লেগেছে, তা জিজ্ঞাসা করবেন।

২৩ বড় কে?

হরিশ্চন্দ্র মিত্র

আপনাকে বড় বলে
বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে
বড় সেই হয়।
বড় হওয়া সংসারেতে
কঠিন ব্যাপার।
সংসারে সে বড় হয়,
বড় গুণ যার।
গুণেতে হইলে বড়,
বড় বলে সবে,
বড় যদি হতে চাও,
ছোট হও তবে।

পাঠন পরামর্শ : • কবিতাটি উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি, সুর ও তালসহ গেয়ে শোনাবেন। • এক-এক বা দুই-দুই পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে শিক্ষার্থীদের অনুসরণ করতে বলবেন। • সম্পূর্ণ কবিতাটি একসঙ্গে আবৃত্তি করতে বলবেন। • কবিতার ভাবার্থ অনুমান করতে বলবেন। • কবিতার পঙ্‌ক্তি অনুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চর্চা করবেন এবং শিক্ষার্থীর পছন্দের লাইনটি নিয়ে চর্চা করবেন।

কথাবার্তা

এসো শিখি

- **বন্ধনী থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো।**

(ছোট, কঠিন, গুণে, বড়)

১) নিজেকে যে বড় বলে সে কখনও .... নয়।

২) .... বড় হলে বড় বলে সবে।

৩) বড় হওয়া সংসারে .... ব্যাপার।

৪) বড় হতে হলে আগে .... হবে।

- **জোড়া মেলাও।**

এসো বুঝি, অন্য শব্দ খুঁজি।

✻ ‘রেফ’ ফলা

র	+	ক	=	র্ক	তর্ক	....	....
র	+	ম	=	র্ম	কর্ম	....	....
র	+	গ	=	র্গ	দূর্গ	....	....

✻ ‘ন’ ফলা

গ	+	ন	=	গ্ন	ভগ্ন	....	....
ত	+	ন	=	ত্ন	রত্ন	....	....
স	+	ন	=	স্ন	স্নান	....	....

✻ ‘ল’ ফলা

ম	+	ল	=	ম্ল	অম্ল	....	....
ল	+	ল	=	ল্ল	মল্ল	....	....
গ	+	ল	=	গ্ল	গ্লাস	....	....

পড়ো, বোঝো ও বলো :

সুঅভ্যাস হলো ভালো কাজ বা নিয়মিত এমন আচরণ — যা আমাদের জীবনকে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর করে। যেমন - সময়মতো ঘুমানো, নিয়মিত হাত ধোয়া, ব্যায়াম করা, পড়াশোনা করা, সঠিক সময়ে কাজ শেষ করা। সুঅভ্যাস আমাদের মন ও শরীরকে ভালো রাখে।

★ সুঅভ্যাস মানে কী ?

★ সুঅভ্যাসের কিছু তথ্য বলো।

★ মন ও শরীরকে কে ভালো রাখে ?

পাঠন পরামর্শ : • যুক্তবর্ণ নির্মাণের ধাপ বুঝিয়ে দেবেন। • কৃতি ব্যক্তিগতভাবে ও দলগতভাবে অনুশীলন করাবেন। • ফলার অনুশীলন করার জন্য অন্যান্য উদাহরণ দেবেন।

শোনো, বোঝো ও পড়ো :

২৪ দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর

একদিন বিদ্যাসাগর বর্ধমান স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটি ছেলে এসে তাঁর কাছে একটা পয়সা ভিক্ষে চাইল। বিদ্যাসাগর তাঁকে বললেন, এক পয়সা চাও? যদি তোমাকে চার পয়সা দিই, তা দিয়ে তুমি কি করবে?

ছেলেটি বললো, চার পয়সা পেলে দু-পয়সার খাবার জিনিস কিনে খাবো। বাকি দু-পয়সা মাকে দেবো। বিদ্যাসাগর তাঁর কাঁধের উপর হাত রেখে সস্নেহে বললেন, যদি দু-আনা দিই? ছেলেটির চোখে জল দেখা দিল। সে বলল, আমাদের দু'দিন খাওয়া হয়নি। ছেলেটি কোন জবাব না দিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এক পয়সা ভিক্ষা লোকে দিতে চায় না, ইনি এক পয়সার বদলে নিজে থেকেই দু-আনা দেবার কথা বলেছেন। হয়তো ঠাট্টা করছেন। বিদ্যাসাগর বললেন, সত্যিই তোমাকে দু-আনা দেবো, কি করবে তা দিয়ে?

দু-আনা পেলে এক আনার চাল কিনে নিয়ে বাড়ি যাবো। বাকি এক আনা মা'কে দেবো। বিদ্যাসাগর বললেন যদি চার আনা দিই? জল ভরা চোখে ছেলেটি বললো, দু-আনায় চাল কিনব আর বাকী দু-আনার আম কিনে বেচবো। তার থেকে যা লাভ হবে তা দিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাবো।

সেদিন বিদ্যাসাগর সেই ছেলেটিকে শুধু দু-আনা দেননি, পুরো একটি টাকা দিয়েছিলেন। তা দিয়ে ব্যবসা করে ছেলেটি দোকান করেছে। বিদ্যাসাগর সামান্য এক টাকা দিয়ে একটা ছেলেকে মানুষ করতে পেরেছেন তারজন্য গভীর তৃপ্তি পেলেন।

কথাবার্তা

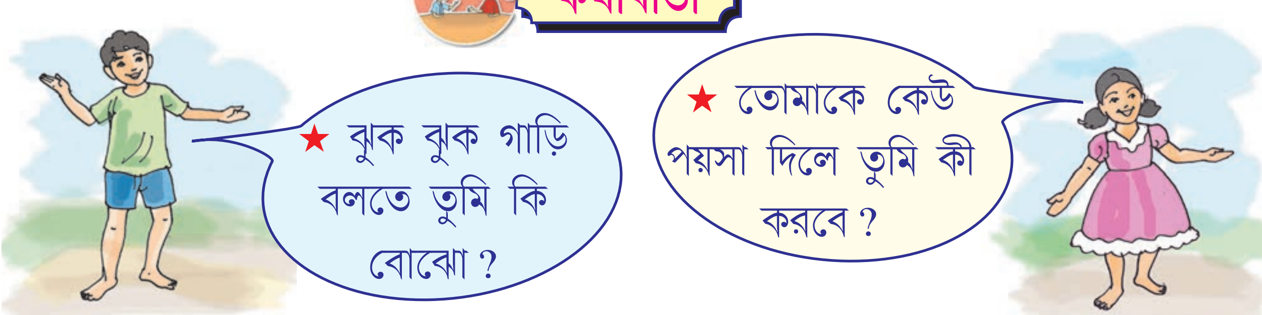

পাঠন পরামর্শ : • ডিজিটাল উপকরণ ব্যবহার করে পাঠ শিক্ষার্থীদের সামনে রাখবেন। • প্রতিটি অনুচ্ছেদ আদর্শ সরব পঠন ব্যক্তিগত ভাবে করাবেন। • পাঠাগারের অন্য গল্পের বই পড়ার সুযোগ করে দেবেন। • পছন্দের গল্পের বইয়ের তালিকা তৈরী করতে দেবেন। • শিক্ষার্থীদের ছবি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। • ছবির বিষয়ে দুটি বাক্য বলবেন। • গল্পটি শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় বলার সুযোগ দেবেন এবং বিদ্যাসাগরের জীবন সম্পর্কে অন্য প্রসঙ্গ সম্পর্কে বলার জন্য উৎসাহিত করবেন। • ছোট-ছোট বাক্যের শ্রুতিলেখন করাবেন। • বিদ্যাসাগরের ছবি, গল্পছবি ব্যবহার করে পাঠ পাঠন করাবেন।

জোড়া মেলাও।

‘অ’ সমূহ	‘ব’ সমূহ
অ) বিদ্যাসাগর	১) ব্যবসার জায়গা
ব) আম	২) শিক্ষাবিদ ও দয়ালু মানুষ
ক) দোকান	৩) কেনাকাটায় লাগে
ড) টাকা	৪) খাওয়ার বস্তু

নীচের বাক্যগুলো ঠিক হলে (✓) এই চিহ্ন ও ভুল হলে (✗) এই চিহ্ন দাও।

১) বিদ্যাসাগর পয়সা দিতে রাজি ছিলেন। ☐

২) ছেলেটি টাকা পেলে আম কিনে খাবে। ☐

৩) পরিশ্রম করেই সফল হওয়া যায়। ☐

৪) বিদ্যাসাগর ছেলেটিকে দু-পয়সা দিলেন। ☐

এক কথায় উত্তর লেখো।

১) কিসের জন্য বিদ্যাসাগর তৃপ্তি পেলেন?

....

....

২) ছেলেটি টাকা পেয়ে কী করল?

....

....

পড়ো, বোঝো ও খোঁজো :

২৫ আমায় চেনো

দুধ সাদা, তুলো সাদা
আর সাদা কে?
জলে নেমে হেঁটে হেঁটে
মাছ খোঁজে যে।

....
....

এক গাছে বহু ফল,
গায়ে কাঁটা কাঁটা
পাকলে ছাড়াও যদি,
হাতে লাগে আঠা।

....
....

তিন অক্ষরে নাম তার
সর্ব অঙ্গে কালো
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে
খেতে লাগে ভালো।

....
....

হাড়ির ভিতর, বালির ভিতর
হাজার ছেলে নাচে,
একটু পরই হয় সে খাবার
তপ্ত চুলার-আঁচে।

....
....

লেবু টক, জলপাই টক
আর টক কী?
পাতার আড়ালে ঝুলে থাকি
আমায় চেনো কি?

....
....

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের ছবিটির সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করাবেন। • ছবিটির প্রতিটি বিষয়গুলি সম্পর্কে চর্চা করবেন। • পরোক্ষ ভাবে কোন বস্তুর ইঙ্গিত ধাঁধায় বলা হয়েছে। এটা বুঝিয়ে বলবেন এবং এধরণের ধাঁধা সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করতে বলবেন।

দেখো, বোঝো ও কৃতি করো :

✱ এসো শিখি

● ছবি দেখো, বোঝো ও গল্প তৈরী করে নিজের খাতায় লেখো।

কথাবার্তা

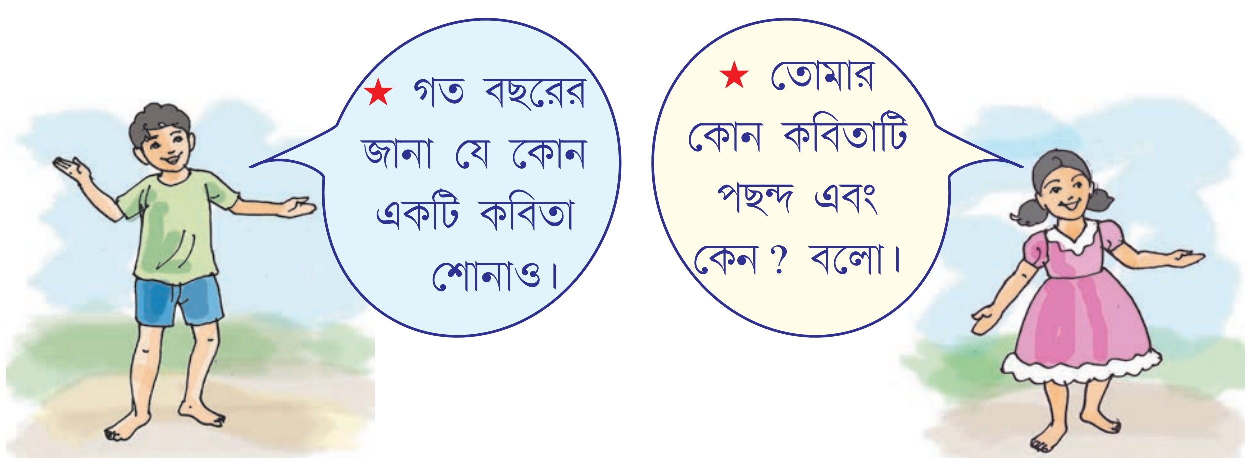

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের উপরের ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। • প্রতিটি ছবি সম্পর্কে চর্চা করবেন এবং ছবিটির ধারনা সম্পর্কে আন্দাজ করে ক্রমানুসারে নিজের ভাষায় লিখতে ও পড়তে বলবেন। • সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাহিত্য পঠন করে এই ধরণের গল্প বলতে বলবেন ও স্পষ্ট করতে বলবেন।

দেখো, বোঝো ও কৃতি করো :

২৬ রঙ্গোলি

● ছবি দেখে রঙ্গোলি বানাও।

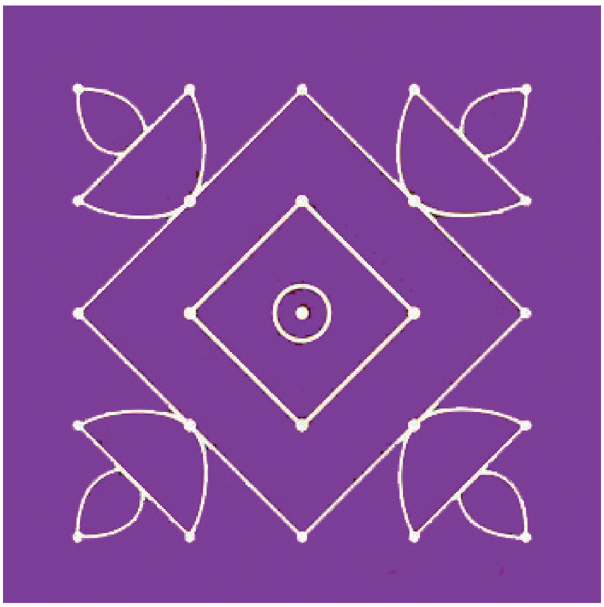

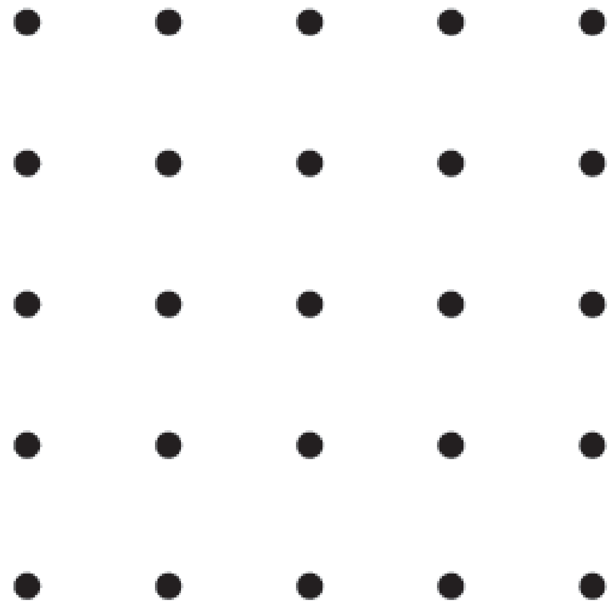

● নকশায় রং করো।

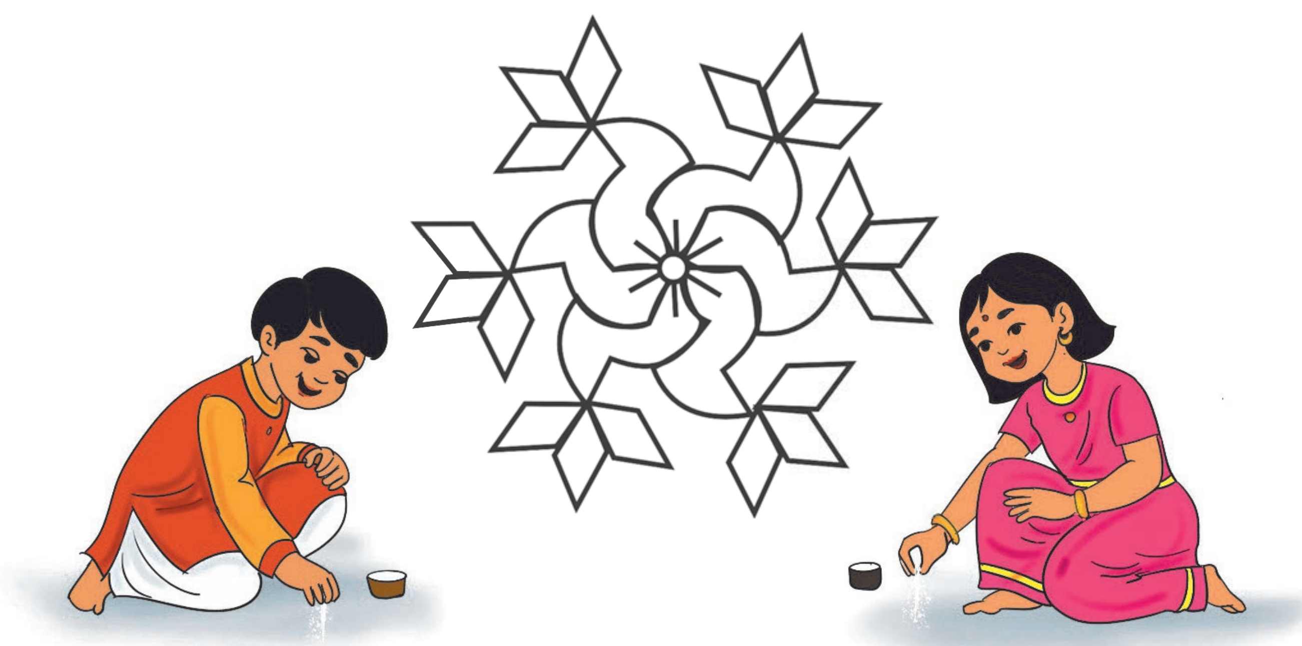

পাঠন পরামর্শ : ● ছবিগুলির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করে রঙ্গোলি তৈরী করতে বলবেন। ● রঙ্গোলির চিত্রপুস্তিকার ভিত্তিতে প্রদীপ রঙ্গোলি তৈরী করতে ও তার ভিত্তিতে একটি ছোট গল্প লিখতে উৎসাহ দেবেন। ● একই ভাবে অন্য রঙ্গোলির ছবি আঁকতে ও রং করতে বলবেন। ● উপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

শোনো ও বলো :

২৭ বারো মাস

যোগিন্দ্রনাথ সরকার

বৈশাখ মাসে পুষেছিনু একটি শালিক ছানা,
জৈষ্ঠ মাসে উঠল তাহার ছোট্ট দু'টি ডানা।
আষাঢ় মাসে বাড়ল ক্রমে গায়ের পালকগুলি,
শ্রাবণ মাসে ফুটল মুখে দুই চারিটা বুলি।
ভাদ্র মাসে ঘুঙুর কিনে দিলাম তাহার পায়,
আশ্বিন মাসে নাইয়ে দিলাম হলুদ মেখে গায়।
কার্তিক মাসে শিখল পাখি দাঁড়ের পরে দোলা,
অগ্রহায়ণ মাসে একেবারে হ'ল সে হরবোলা।
পৌষ মাসে থাকত খোলা খাঁচার দুটি দ্বার,
মাঘ মাসে খেলতে যেত ইচ্ছা যথা তার।
ফাল্গুন মাসে দুষ্ট বুদ্ধি জাগল তাহার মনে,
চৈত্র মাসে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল বনে।

পাঠন পরামর্শ : • কবিতাটি উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি, সুর ও তালসহ গেয়ে শোনাবেন। • এক-এক বা দুই-দুই পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে শিক্ষার্থীদের অনুসরণ করতে বলবেন। • সম্পূর্ণ কবিতাটি একসঙ্গে আবৃত্তি করতে বলবেন। • কবিতার ভাবার্থ অনুমান করতে বলবেন। • কবিতার পঙ্‌ক্তি অনুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চর্চা করবেন এবং কবিতার কোন লাইনটি তাদের ভালো লেগেছে সে সম্পর্কে চর্চা করবেন।

কথাবার্তা

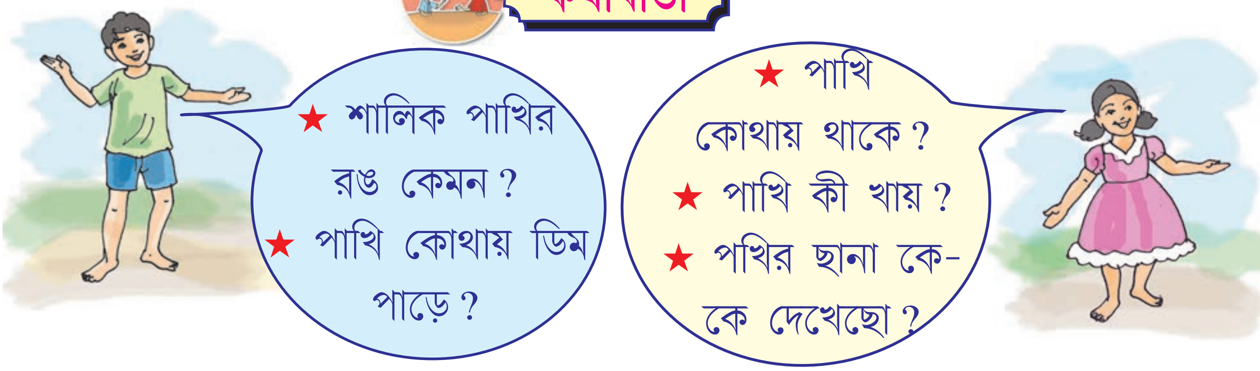

এসো শিখি

- **খোঁজো ও অর্থ লেখো :**

১) ছানা = ... ২) ক্রমে = ...

৩) দ্বার = ... ৪) দুষ্ট = ...

৫) ফুড়ুৎ = ... ৬) বুলি = ...

- **সঠিক উত্তরটির গোলে রঙ করো।**

১) এখানে একটি ছানা কাকে বোঝানো হয়েছে ?

○ বই ○ শালিক ○ মাতা ○ পান

২) কোন মাসে মুখে দুই চারটি বুলি ফুটল ?

○ জৈষ্ঠ্য ○ আশ্বিন ○ শ্রাবণ ○ ভাদ্র

৩) ভাদ্র মাসে কি কিনে পাখির পায়ে দেওয়া হলো ?

○ চাকি ○ ঝুমুর ○ ঘুঙুর ○ ঢোল

- **এক কথায় উত্তর দাও।**

১) পাখির কয়টি ডানা থাকে ?

২) পাখিটিকে কি দিয়ে স্নান করানো হলো ?

৩) পাখিটি কোন মাসে উড়ে গেল ?

৪) খাঁচার দরজা কেমন থাকত ?

- **নীচে দেওয়া শব্দের মিলযুক্ত শব্দ লেখো।**

১) চার - পার আর কার হার

২) ডানা - ....

৩) পায় - ....

৪) মনে - ....

- **ছোট ছোট বাক্য শোনো ও লেখো।**

১) .... ২) ....

৩) .... ৪) ....

- **বাংলা বারো মাসের নাম ক্রমানুসার পূর্ণ করো।**

১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.
বৈশাখ	....	আষাঢ়	শ্রাবণ	....	....

৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.
কার্তিক	....	পৌষ	....	ফাল্গুন	....

- **নির্দেশ অনুসারে মাসের নাম বলো।**

১) চতুর্থ মাসের নাম বলো। ২) পঞ্চম মাসের নাম কী?

৩) অষ্টম মাসের নাম কী?

পাঠন পরামর্শ : • প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একটি ঋতু বেছে নিতে বলবেন ও সেই ঋতু অনুযায়ী ছবি আঁকতে বলবেন।

● ফাঁকা জায়গায় অক্ষর লিখে শব্দ তৈরী করো।

১) চ ড়ু ই = চড়ুই   ২) কো ল = ...

৩) শা ক = ...   ৪) ঈ ল = ...

৫) শ ন = ...   ৬) ম র = ...

● এক বাক্যে উত্তর লেখো।

১) কোন মাসে পাখির মনে দুষ্ট বুদ্ধি জাগল?

....

....

২) মাঘ মাসে পাখিটি কী করত ?

....

....

৩) তোমার পছন্দের মাস কোনটি ?

....

....

● নীচে দেওয়া বারের নাম ধারাবাহিক ভাবে পড়ো এবং যে কোন দুটি বার নিয়ে যতিচিহ্নসহ বাক্য লেখো।

....

....

....

....

....

....

২৮ বন্ধুত্বের হাত

একটি ছোট্ট গ্রামের জেলা পরিষদ বিদ্যালয়ে অনেক ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করতো। সেই বিদ্যালয়ে মোহন নামে একটি ছেলেও পড়াশোনা করতো। মোহন হাটতে পারতো না, সে হুইলচেয়ারে বসে বিদ্যালয়ে আসতো। অনেক সময় খেলাধুলায় বাকি ছেলে-মেয়েরা ছোটাছুটি করে কিন্তু মোহনের ইচ্ছে হলেও সেটা করতে পারতো না। সে পড়াশোনায় খুব মেধাবী ছিলো, লখাপড়ার সময় সে অন্য ছেলে মেয়েদের সাহায্য করতো।

একদিন টিফিনের সময় সবাই মাঠে খেলতে গেলো। মোহন তখন একা বসেছিলো। গৌরী তা দেখে মোহনের কাছে দৌড়ে এসে বললো, "চলো, আমরা একসাথে লুডো খেলি।" মোহন খুশিতে বলল- "হ্যাঁ, খুব মজা হবে !" দুজনে মিলে লুডো খেলতে শুরু করতেই, বাকি বন্ধুরাও এসে বললো - "আমরাও খেলবো।"

সবাই মিলেমিশে লুডো খেলা করলো। মোহন হাসিমুখে বন্ধুদের বললো, "আজ আমি একদম একা নই, তোমরা সবাই আমার বন্ধু।"

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের ছবিটি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। • ছবিতে কী-কী দেখা যাচ্ছে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন। • মিলে-মিশে থাকার মহত্ত্ব বুঝিয়ে বলবেন ও দিব্যাঙ্গজনও সমাজের একটা অংশ তা বুঝিয়ে দেবেন। • গল্পটি কেমন লেগেছে তা কারণসহ বলতে বলবেন। পাঠ্যাংশটি ব্যক্তিগতভাবে সরব পঠন করতে বলবেন।

কথাবার্তা

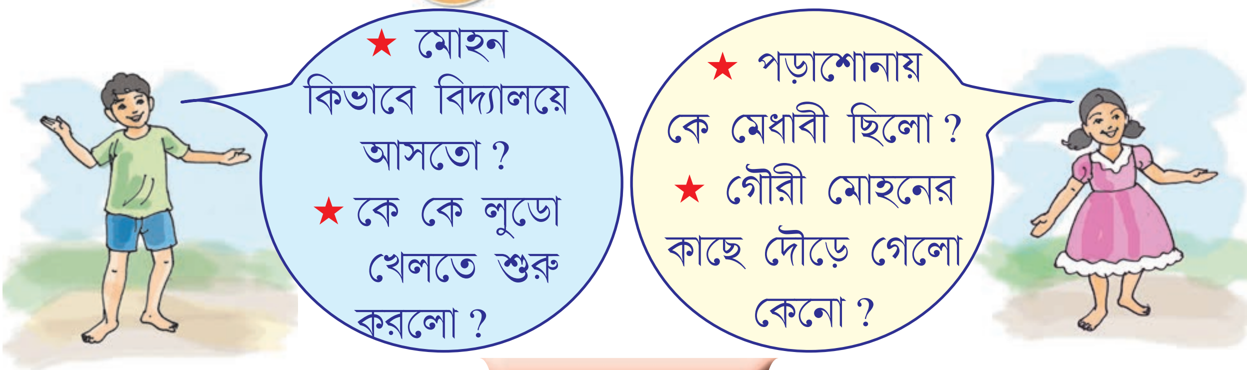

এসো শিখি

- **নীচের শব্দগুলির অর্থ অভিধান থেকে খুঁজে লেখো।**

১) মেধাবী = ... ২) সাহায্য = ...

৩) বিদ্যালয় = ... ৪) সখা = ...

- **ছোট ছোট বাক্য শোনো ও লেখো।**

১) .... ২) ....

৩) .... ৪) ....

- **কৃতিকার্য**

তোমরা কি দিব্যাঙ্গ শিশু দেখছো ? মনে করো তোমার বন্ধু চোখে দেখতে পায় না বা কানে শুনতে পায় না। তবে তুমি তাকে শ্রেণীকক্ষে কি ভাবে সাহায্য করবে বলো ও লেখো।

....

....

....

....

....

....

● ছবি দেখে নাম লেখো এবং প্রতিটি শব্দ দিয়ে একটি করে বাক্য খাতায় লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

● নীচের ঘটনাগুলিকে ক্রমে সাজিয়ে বলো।

- টিফিনের সময় সবাই মাঠে খেলতে দৌড়ে গেলো।
- গৌরী মোহনের কাছে আসলো।
- সবাই মিলে লুডো খেলেতে লাগলো।
- গৌরী ও মোহন লুডো খেলতে লাগলো।

পড়ো, বোঝো ও বলো :

ভালো বন্ধু সব সময় আমাদের পাশে থাকে। বন্ধুর সাথে মন খুলে কথা বলা যায়, খেলা যায়, হাসি-মজা করা যায়। ভালো বন্ধু ভালো কাজে সাহায্য করে। বন্ধুদের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া খুব প্রয়োজন। বন্ধু জীবনে আনন্দ, শক্তি এবং সাহস দেয়। সত্যিকারের বন্ধুত্বে কোনো স্বার্থ থাকে না।

★ আমাদের পাশে কে থাকে ?

★ কিসে স্বার্থ থাকে না ?

পুনরাবৃত্তি - ৪

● নীচের শব্দ দ্বারা প্রশ্ন তৈরী করো।

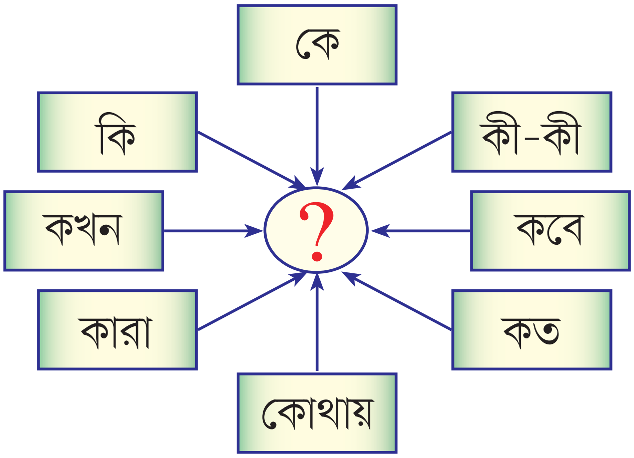

যেমন : তোমার নাম কি?

● বোঝো ও ফাঁকা জায়গা পূরণ করো।

অ. ক্র.	গতকাল	আজ	আগামীকাল	পরশু
ক)	রবিবার	....	মঙ্গলবার	....
খ)	....	শুক্রবার	....	রবিবার

● নীচের ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে প্রশ্ন তৈরী করো।

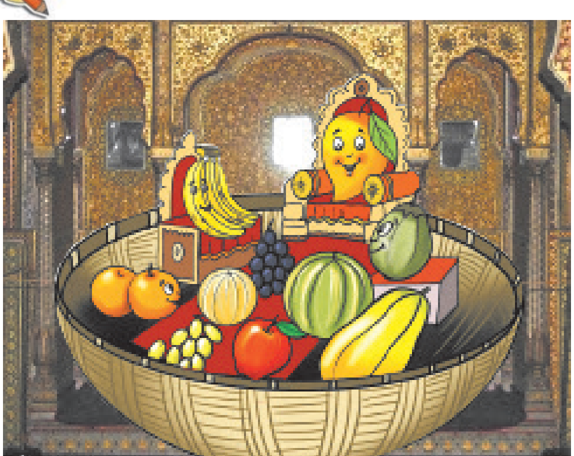

পাঠন পরামর্শ : ● প্রশ্নবোধক চিহ্ন ও দাড়ি পর পর ধাপে পড়া ও লেখার অনুশীলন করাবেন। ● পরিচ্ছেদে আসা অন্য যতিচিহ্নের পরিচয় করাবেন।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

যদি কেউ তোমাকে অনুচিত ভাবে ছোঁয় অথবা স্পর্শ করে যাতে তুমি অস্বস্তিকর বা খারাপ অনুভব করো, তাহলে চুপ থেকো না। এমন পরিস্থিতিতে তোমার জন্য নীচের কথাগুলো জানা জরুরি। ...

১. নিজেকে দোষ দিও না।

২. যাদের ওপর তুমি বিশ্বাস করো, তাদেরকে এই ঘটনার কথা বলো।

৩. তুমি POCSO e-box/ পক্সো ই-বক্সের মাধ্যমে তোমার অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারো।

যখন কেউ তোমাকে অনুচিত ভাবে স্পর্শ করে, তখন তোমার খারাপ লাগতে পারে। তোমার অস্বস্তি বা ভয় লাগতে পারে। তুমি নিজেকে অসহায় মনে করতে পারো কিন্তু খারাপ লাগার কোনো কারণ নেই যেহেতু এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য তোমার কোনো দোষ নেই।

এই বোতামটি চাপো।

POCSO e-box এটা NCPCR@gov.in এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

যদি তোমার বয়স ১৮ বছরের কম হয় এবং তুমি কোনো কারণে নিরাপদ বোধ না করো অথবা এধরণের সমস্যাজড়িত ছেলে বা মেয়েকে জানো, তাহলে তুমি ১০৯৮ (দশ নয় আট) নম্বরে ফোন করতে পারো। এটা করলে তোমার এবং তোমার বন্ধুর জীবন আরও নিরাপদ হতে পারে।

CHILD LINE 1098 NIGHT & DAY

চাইল্ড লাইন - ১০৯৮ - : এই নম্বরটি ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে এবং এটি একটি জাতীয় হেল্পলাইন নম্বর যা মহিলা এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের সহায়তায় পরিচালিত হয়।

এক উন্নত সমাজের দিকে।
Towards a new dawn

শিক্ষার্থীদের তাদের বয়স অনুযায়ী শারীরিক এবং মানসিকভাবে সঠিক স্পর্শ এবং ভুল স্পর্শ চেনার জন্য দিকনির্দেশনা করবেন।

राज्यगीत

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ।।धृ।।

भिती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा
अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा
दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ।।१।।

काळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढळाच्या घामाने भिजला
देश गौरवासाठी झिजला
दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा ।।२।।

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে৪১১০০৪
बालभारती इयत्ता दुसरी (बंगाली माध्यम)
₹ 64.00